৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ৫ বৈশাখ – ১১ বৈশাখ, ১৪৩২ ঃ ১৯ এপ্রিল – ২৫ এপ্রিল, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 25, 19 April - 25 April, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ১৫ বছর পার হয়ে যাওয়া হলুদ ট্যাক্সির পুনর্বাসন নিয়ে

বৈঠকে বসলেন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের আধিকারিক ও ট্যাক্সি সংগঠনের নেতারা। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি খতিয়ে দেখা হবে জেনে ২৭ এপ্রিলের ধর্ণা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

রবিবার : ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদের ছুতোয় হিন্দুদের উপর

আক্রমণ, লুঠে উন্মত্ত দুষ্কৃতীদের থামাতে মুর্শিদাবাদে আদালতের নির্দেশে নামলো আধাসেনা। বন্ধ করে দেওয়া হল ইন্টারনেট পরিষেবা। আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছে রাজ্য।

সোমবার : এ রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা নানা অভিযোগ

নির্মূল করতে তালিকা তৈরিতে যুক্ত সব স্তরের অধিকারিকদের দিল্লিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এমনকী বিএলওরাও যাবেন এই প্রশিক্ষণে।

মঙ্গলবার : রেপো রেট কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। ইঙ্গিত দিয়েছে আরও

কমবে। তার জেরে ঋণে সুদ কমাতে শুরু করেছে রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকগুলি। এবার সেই পথে ঢুকলো ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ভারত ঢুকছে কম ঋণের জমানায়।

বুধবার : ভারতে দুর্নীতির দুনিয়ায় ঝড় তোলা ন্যাশানাল হেরাল্ড

মামলায় রাউস এভিনিউ কোর্টে চার্জশিট জমা দিল ইডি। চার্জশিটে ৮ জনের মধ্যে ১ নম্বরে নাম রয়েছে সোনিয়া গান্ধী ও ২ নম্বরে রয়েছে রাহুল গান্ধীর নাম।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা পুরসভার টাউন ভেন্ডিং কমিটির

সভায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে নিউ মার্কেট চত্বরের রাস্তা থেকে অবৈধ হকার সরাতে ব্যর্থ পুরসভার কর্তা ব্যক্তিরা। মেয়র পারিষদ পুলিশের উপর দায় চাপাচ্ছেন। কিন্তু সুরাহা মিলছে না।

শুক্রবার : এসএসসি মামলায় পর্ষদের রিভিউ পিটিশন এবং রাজ্যের

আর্জি গ্রহণ করে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে শুধুমাত্র যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই সেই যোগ্য শিক্ষকদের আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে ফেরালো সুপ্রীম কোর্ট। নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে কবে ৩১ মের মধ্যে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জঙ্গী যোগ, দায় কার

ওঙ্কার মিত্র

বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। এই তো কদিন আগে সেখানে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হলে আমরা হৈচৈ করেছি, ইউনুসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছি, মিটিং মিছিলে গলা ফাটিয়েছি। আর ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা আক্রান্ত হলে আমরা কাঠগড়ায় তুলে দিচ্ছি একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে। ফাঁকতালে আড়ালে থেকে যাচ্ছে নাটের গুরুরা। আমরা এমনই দুর্ভাগা যে, বাংলাদেশে আক্রান্তদের আটকে দিলাম সীমান্তে, অথচ মুর্শিদাবাদের আক্রান্তদের আটকাতে পারলাম না। পাশের জেলায় পালাতে বাধ্য হল তারা। মানুষ যাই বলুক না কেন, গোয়েন্দা তদন্ত কিন্তু বলছে মুর্শিদাবাদের ঘটনায় জঙ্গী যোগের কথা। এ জঙ্গী কারা? আমরা ভারতবাসীরা যাকে একটি দুর্বল দেশ বলে মনে করি এই সব জঙ্গিরা নাকি সেই বাংলাদেশের মদতপুষ্ট। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে এরা বিনা বাধায় এল, ছক বানালো, পরিকল্পনা সফল করল, আর আমাদের দেশের ও রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে রইল। আমাদের নেতা নেত্রীরা তো আরও এক কদম এগিয়ে, তারা গরম গরম ভাষণ দিয়ে জঙ্গীদের জমি

তৈরী করে দিল যেখানে দাপিয়ে বেড়ালো বাংলাদেশের জেএমবি, আনসারুল্লা বাংলা টিমের জঙ্গিরা। ওয়াকফ সংশোধনী আইন যে একটা ছুতো মাত্র তা বোঝা গেল হামলার টার্গেট দেখে, যে নিরীহ গ্রামবাসিরা আক্রমণের, লুঠের শিকার হল তাদের সঙ্গে ওয়াকফ বিলের দূর দূর কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে উদ্দেশ্য হল হিন্দু পেটানো যা সাম্প্রতিক বাংলাদেশের একান্ত বাসনা।

মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক ঘটনার ইঙ্গিত আগে ভাগেই দিয়েছে কট্টরপন্থীরা। যারা এখন বাংলাদেশ শাসন করছে সেই উইনুসের দল তো আগেই ভারত ভূখণ্ড দাবি করে বৃহৎ বাংলাদেশের ডাক দিয়েছে। চার মাস আগে মুর্শিদাবাদ থেকেই অসম পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে আনসারুল্লা বাংলা টিমের ৫ জঙ্গী। গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল মুর্শিদাবাদের নাগরিকদের প্রভাবিত করতে স্লিপার সেল তৈরি করেছে জঙ্গিরা। এইসব ইঙ্গিত থাকা সত্বেও আগে ভাগে কোনো ব্যবস্থা নিল না সরকার। কেন্দ্রীয় বাহিনী তো দূরের কথা, পুলিশকেও পাশে পেল না আক্রান্ত গ্রামবাসী। অবাধে হামলা, লুঠ, আগুন লাগালো জঙ্গিরা। সব শেষ হয়ে যাবার পর মোতায়েন হল কেন্দ্রীয় বাহিনী, গঠন করা হল সিট। এটা গোয়েন্দা ব্যর্থতা না কি ইচ্ছাকৃত নিরবতা তা বুঝতে এমন রাজনৈতিক গবেষণা চলেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ একে টোটাল ইনটেলিজেন্স ফেলিওর বললেও অনেকে একে পলিটিক্যাল গেম বলে মনে করছেন। তাদের মতে মুর্শিদাবাদের মুসলিম ভোট নিজেদের দিকে টানতে শাসক দল সরকারকে প্রভাবিত করে চুপ করে থেকে মুসলিমদের মদত যুগিয়েছে।

রাষ্ট্রের এই ভূমিকা নতুন নয়। কোনো সরকারি সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে প্রথম দিকে বিরোধীদের কিছুটা স্পেস দেওয়া হয় যেখানে ক্ষোভের উৎপত্তি ও সময়ের ব্যবধানে একসঙ্গে ঘটে। পরিস্থিতি থিতিয়ে গেলে সহজেই কার্যকর হয়ে যায় বিধি। এভাবেই এনআরসি, ৩৭০ ধারা রদ, তিন তালাক রদ কার্যকর হয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে ওয়াকফ আইনও সেই পথেই চলেছে। অতীতেও এমন বহু আইন তীব্র বিরোধীতার পর আজকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এর জন্য কত নিরীহ দেশবাসী প্রাণ হারিয়েছে। কত লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এর জন্য রাষ্ট্রের কিছুই যায় আসে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

ওষুধের মান নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলার

কল্যাণ রায়চৌধুরি

কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে বাতিল হতে চলেছে প্যারাসিটামল সহ ৯৩টি ওষুধের ব্যাচ। সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও)– এর রিপোর্ট অনুযায়ী স্টেট ল্যাবের গুণমানের পরীক্ষায় ডাহা ফেল এই ৯৩টি ব্যাচের ওষুধ। যার মধ্যে রয়েছে সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক, শিশুদের সিরাপ সহ ডায়াবেটিস, প্রেসার, কোলেস্টেরল এমনকী প্যারাসিটামলও। ওষুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি জানিয়েছে এই ৯৩টি ওষুধ রোগ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিপদজ্জনক। এগুলি রোগীদের স্বাস্থ্যের জন্যও নিরাপদ নয়। কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলার এহেন রিপোর্ট দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে বাজার থেকে যাতে ওষুধগুলো তুলে নেওয়া হয়, এই মর্মে নির্দেশিকাও জারি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।

আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ভারত অফিস কতৃক প্রকাশিত ২০২৪ সালের এক নতুন জরিপ অনুসারে, জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ পরিসেবা খাত বলে বিবেচিত। এটি ভারতকে বিশ্বের ৩০টি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে একটি হিসেবে স্থান দেয়। এবারে ভেজাল ওষুধ নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল 'বেঙ্গল কেমিষ্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।'

এরপর পাঁচের পাতায়

জাতিগত শংসাপত্রের দাবিতে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: প্রতিনিয়ত অচ্ছুতের শিকার। অথচ সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সব ক্ষেত্রেই আদিবাসী সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অথচ সংবিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার কথা বলা হলেও আদৌ বঞ্চিত আদিবাসী সমাজ। শুধু তাই নয়, নিজেদের জাতিগত শংসাপত্র পেতে হয়রানীর শিকার হতে হচ্ছে। অথচ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন নানান কৌশল অবলম্বন করে আদিবাসী জাতিগত শংসাপত্র পেয়ে যাচ্ছে অনায়াসেই। প্রকৃত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ জাতিগত শংসাপত্র পেতে তাঁদের নাভিশ্বাস উঠছে। নিজেদের প্রাপ্য অধিকার

সহজেই যাতে পাওয়া যায় এবং যারা আদিবাসী নয় অথচ আদিবাসী শংসাপত্র নিয়েছেন সেগুল বাতিলের দাবী নিয়েই রাজপথে বিক্ষোভ অবস্থানের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে সামিল হলেন আদিবাসী সমাজ।

বিভিন্ন দাবিসমূহ আদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১৭ এপ্রিল সকালে ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী থেকে ক্যানিং মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিল হয়। হাতের কুঠার, তীর–ধনুক নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন হাজার হাজার আদিবাসী মহিলা ও পুরুষ। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক পার্সাল কিসকু, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক নিরাঞ্জন সোরেন সহ অন্যান্য।

এদিন বিক্ষভ অবস্থান এবং মিছিল শেষে বিভিন্ন দাবি সম্মিলিত একটি স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। এদিনের আন্দোলন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক পার্সাল কিসকু জানিয়েছেন, 'নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জাতিগত শংসাপত্র

এরপর পাঁচের পাতায়

ফের ভাঙন গঙ্গাসাগরে

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ১৪ এপ্রিল ভোর রাতে গঙ্গাসাগরের কশতলা এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদী বাঁধে হঠাৎই প্রায় ৫০ মিটার এলাকা জুড়ে ধস নামলো। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, এখনই নদী বাঁধ মেরামত না করা হলে, পুরো গ্রাম নোনা জলে প্লাবিত হয়ে যাবে। কারণ এখন পূর্ণিমার কোটাল চলছে। নদীর জল আরও বাড়বে। জল বাড়লে আরও বড় অংশ জুড়ে ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। নোনা জল ঢুকলে ক্ষতি হতে পারে প্রচুর চাষের জমি সহ ঘরবাড়ি। মুড়িগঙ্গা এক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শিবশঙ্কর রঞ্জিত ঘটনাস্থলে এসে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন নির্দেশ মতন পঞ্চায়েতের তরফ থেকে দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে। অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে আসা বিরোধী দলের নেতৃত্বরা তারা শাসকদলকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি দ্রুত নদী বাঁধ মেরামতির দাবিও জানাচ্ছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে বাঁধ মেরামতির কাজ চালাচ্ছে প্রশাসন।

হামলার মুখে প্রাক্তন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ১৭ এপ্রিল রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার বিশ্বজিত বিশ্বাসের উপর প্রকাশ্য রাস্তায় হামলা হয়। এই ঘটনায় তার পরিবার গভীর আতঙ্কে রয়েছেন। অভিযুক্ত প্রতিবেশী বাপি সরদারের নামে ইতিমধ্যেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। বিশ্বজিত বিশ্বাস ২০০৯ সালে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলার পদে দায়িত্বে ছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিক্ষক সঙ্কটে শিক্ষাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষকের অভাবে বীরভূম জেলার মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ধুকছে, অভিযোগ মানব সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক কর্মী ইউনিয়নের। ২০১০ সালে শেষবারের মতো শিক্ষক নিয়োগ হলেও তারপর প্রায় ১৪ বছর আর কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। সংগঠনের নেতা এরুল শেখ বলেন, 'এই সময়ের মধ্যে প্রচুর শিক্ষক অবসর নিয়েছেন। ফলে জেলার শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে(এমএসকে) শিক্ষক সঙ্কট চলছে। সেই সঙ্গে স্কুলে কমেছে পড়ুয়ার সংখ্যা। ২০০১ সালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের সূচনা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। যে সমস্ত এলাকায় ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো হাইস্কুল বা জুনিয়র হাইস্কুল নেই সেখানে ৯–১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষার জন্য এমএসকে

এরপর পাঁচের পাতায়

স্টেশন না ব্যস্ত বাজার

রেল স্টেশনের হাল–হকিকৎ/৪ সন্তোষপুর

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ–বজবজ দক্ষিণ শাখার আরেকটি অন্যতম রেল স্টেশন সন্তোষপুর। মাঝেমধ্যেই এই রেল স্টেশনটি সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। কারণ একাধিকবার এই রেলস্টেশনে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে বহু দোকান। তবুও টনক নড়েনি রেল দপ্তরের। দুটি প্লাটফর্মেই রেলের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে প্রচুর দোকান। এই রেলস্টেশনটিকে দেখলে মনেই হয় না কোন স্টেশন, মনে হবে ব্যস্ত একটা বাজার। কিছুদিন আগেই এই রেলস্টেশনে প্ল্যাটফর্মে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়েছে প্রচুর দোকান। তারপরেও রেল দপ্তর অবৈধ দোকানদারদের উচ্ছেদ করতে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়নি। প্ল্যাটফর্ম তো দূরের কথা পাশের

ছবি : অরুণ লোধ

রেললাইনের দুদিকে একাধিক বস্তি গজিয়ে উঠেছে। এছাড়াও এই রেলস্টেশনে যে সমস্ত পরিকাঠামোগত অভাব আছে সেগুলো হল, প্রথমত বজবজ থেকে যখন আপ ট্রেন শিয়ালদার দিকে

এরপর পাঁচের পাতায়

কাটোয়া হাসপাতাল

শিশু মৃত্যু, তদন্ত বৈঠক ৯দিন পর

দেবাশিস রায়

'আঠারো মাসে বছর' বাংলায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ। বাস্তবে এমন উদাহরণের অভাব নেই। চিকিৎসা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে প্রশাসনিক স্তরে সর্বত্রই যেন আঠারো মাসের বছরকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা। সেই প্রবণতা থেকে বেরতে পারেনি পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও। চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় যথাযথ তদন্ত শুরু করতেই দেড় সপ্তাহ গড়িয়ে গেল! অবশ্য এত বিলম্বের পরেও

সদ্য সন্তানহারা অভিযোগকারী পরিবারটি কাটোয়া হাসপাতালের তদন্ত কমিটির ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে চলেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে দ্রুত যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি। পূর্ব বর্ধমান সহ নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার সীমানা ঘেঁষা ঝাঁ চকচকে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার ওপর নির্ভর করে থাকে অসংখ্য মানুষ। অথচ সেখানে প্রায়শই বেহাল পরিষেবা নিয়ে বিতর্ক ওঠে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

হিমালয়ের মৌমাছি আর সুন্দরবনের খলসি ফুল তরল সোনার উৎস

সুভাষ চন্দ্র দাশ

নাওয়া–খাওয়া ভুলে দল বেঁধে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন মৌলিরা। আগামী এপ্রিল থেকে সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। সেই স্বল্প অমূল্য সময়কে নষ্ট করতে রাজি নয় সুন্দরবনের মৌলিরা। সেই কারণেই চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মূলত এপ্রিল মাসকে মধুমাস বলা হয়। এপ্রিলের ঠিক আগের মুহূর্তে হিমালয় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছিরা সুন্দরবনের গহীণ ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ভীড় জমায়। এই মৌমাছি চেহারা এবং আকৃতিতে বেশ বড়। প্রায় এক দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। এই পাহাড়ী মৌমাছির নাম ডাঁশ(রক বি)। এরা স্থানীয় মাছি কিংবা মৌমাছিকে অনায়াসেই আক্রমণ করে

মেরে ফেলে। 'খলসি' গাছের ফুলও এই সময় ফোটে। মূলত সেই ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্য হিমালয় থেকে কোটি কোটি মৌমাছির আগমন ঘটে সুন্দরবনে। পৃথিবীতে একমাত্র সুন্দরবনের জঙ্গলে

খলসি গাছ জন্মায়, যার গন্ধ বড়ই মধুময়। এই মাসে প্রায় ৫০০ জনের অধিক মৌলি সুন্দরবনের জঙ্গলে রওনা দেবে। খলসি ফুলের মধু অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত হয়। বনদপ্তর আবার মৌলিদের কাছে সংগৃহিত মধু কিনে শোধন করে 'মৌবন' নামে বাজারে বিক্রি করে। ইতিপূর্বে সুন্দরবনের মধু আবার 'জিআই' তকমা পেয়েছে। মধু সংগ্রহের সময় যদি বাঘের আক্রমণে কোন মৌলে মারা যায় তার জন্য বীমা রয়েছে। এছাড়াও মধু চুরি এবং জলদস্যুদের মোকাবিলা করার জন্য রয়েছে বাহিনী।

উল্লেখ্য, বিপদ সঙ্কুল প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ অন্যতম প্রধান জীবিকা মৌলিদের। গ্রামবাসী, জেলে–মৌলিরা ৭–৮ জনের এক একটি দল পৃথকভাবে মধু সংগ্রহ করতে জঙ্গলে নামেন। এই কাজে যাওয়ার আগে গ্রামে সাড়ম্বরে 'বনদেবী'(বনবিবি), 'দক্ষিণ রায় পূজো', 'দুখে যাত্রার'র আয়োজন করা হয়। পুরোহিত লাল সুতোর মাদুলী–তাবিজ–কবচ বেঁধে দেয় মৌলিদের হাতে। জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা কিংবা বিদায় বেলায় চোখের জল ফেলা নিষিদ্ধ! সংসারের আপন প্রিয়জন জঙ্গল থেকে কবে বাড়িতে ফিরবেন সেই অপেক্ষায় নদীর পাড়ে পথ চেয়ে বসে থাকেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।বাড়ীতে চলে একপ্রকার শোকের ছায়া,পালিত হয় অশৌচ! বাড়িতে একমাত্র দেবীর পূজো ছাড়া সমস্ত রকম আমোদ–প্রমোদ আনন্দ বন্ধ থাকে। এছাড়াও বাড়ির গৃহবধুরা শাঁখা, সিঁদুর পরা, কাপড় কাচা বন্ধ রাখেন। বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এলে বসার জন্য আসন দেওয়া হয় না। কথা বলা বন্ধ। এমনকী কেউ পানীয় জল খেতে চাইলেও দেওয়া হয় না। তবে দিনের বেলায় সমস্ত নিয়ম মেনে চলা হলেও সূর্যাস্তের পর আবার সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক থাকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। বাড়ির প্রিয় মানুষটি জঙ্গল থেকে বাড়ি ফিরলেই ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হয় আনন্দ উৎসব পূজোপাঠ।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনে ৪০০ এক্সিকিউটিভ ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই : নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদে ৪০০ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব শাখায়: মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন, সিভিল। ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি (বি.ই./বি.টেক./বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা মেকানিক্যাল শাখার জন্য, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল বা, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইন্সট্রুমেন্টেশন শাখার জন্য, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রিক্যাল শাখার জন্য, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। সব ক্ষেত্রে প্রার্থীদেদা ২০ ২৩/০৪/০৬ সালের গেট পরীক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০-৪-২০২৫র হিসাবে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মোট শূন্যপদের মধ্যে জেনাঃ ১৫৭, ই.ডব্লু.এস. ৩৯, ও.বি.সি. ১১১, তাজাঃ ৬১, তঃউঃজাঃ ৩২। এর মধ্যে মেকানিক্যাল ১৫০টি (জেনাঃ ৫৮, ই.ডব্রু.এস. ১৫, তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ১২. ও.বি.সি. ৪২)। কেমিক্যাল ৬০টি (জেনাঃ ২৩, ই.ডব্লু.এস. ৬, তাজাঃ ৯, তাউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৭)। ইলেক্ট্রিক্যাল ৮০টি (জেনাঃ ৩২, ই.ডব্লুএস. ৮, তাজাঃ ১২ তাউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ২২)। ইলেক্ট্রনিক্স ৪৫টি (জেনাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস. ৪, তাজাঃ ৭, তাউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১২)। ইন্সট্রুমেন্টেশেন ২০টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্রু.এস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৬)। সিভিল ৪৫টি (জেনাঃ ১৮, ই.ডব্রু.এস. ৪, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১২)।

শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৭৪,০০০ টাকা। তাতে সফল হলে সায়েন্টিফিক অফিসার/সি পদে চাকরি পাবেন। তখন মূল মাইনে: ৫৬১০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NPCIL/HRM/ET/2025/02.

প্রার্থী বাছাই হবে গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে। এরপর ইন্টারভিউ হবে ৯ থেকে ২১ জুনের মধ্যে। ইন্টারভিউয়ে সাধারণ প্রার্থীরা ৭০% আর ই.ডব্লু.এস., তপশিলী, ও.বি.সি.রা ৬০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। ইন্টারভিউয়ের কল লেটার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটে :www.npcilcareers.co.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ ই-মেল আইডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ টাকা (তপশিলী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৫০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেঙ্গালুরু : প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন গ্যাস টারবাইন রিসার্চ এস্ট্যাবলিশমেন্ট গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস, ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ও আই.টি.আই. অ্যাপ্রেন্টিস পদে ১৫০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড মাসে ১,০০০ টাকা। শূন্যপদ: সিভিল ১টি, মেক্যানিক্যাল / প্রোডাকশন /ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ৩০টি, অ্যারোনটিক্যাল / অ্যারোস্পেস ১৫টি, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স / ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন / ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন / টেলিকম ১০টি, কম্পিউটার সায়েন্স / কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং/ ইনফর্মেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ১৫টি, মেটালার্জি / মেটেরিয়াল সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি (জেনারেল স্ট্রিম): বি.এ. (ফিনান্স ব্যাঙ্কিং), বি.এসসি. (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স), বি.কম., বি.সি.এ, বি.বি.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড মাসে ১,০০০ টাকা। শূন্যপদ: বি.এ. (ফিনান্স/ব্যাঙ্কিং)-৫টি, বি.এসসি. (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স)-৫টি, বি.কম-১০টি, বি.সি.এ.-৫টি, বি.বি.এ.-৫টি। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ মেকানিক্যাল/ প্রোডাকশন / টুল অ্যান্ড ডাই ডিজাইন ১০টি, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স / ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন / ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ৭টি, কম্পিউটার সায়েন্স/ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ৩টি। আই.টি.আই. অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি: মাধ্যমিক পাশরা এ.আই.সি.টি.ইর থেকে ভোকেশনাল কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড মাসে ৭,০০০ টাকা। শূন্যপদ: মেশিনিস্ট ৩টি, ফিটার ৪টি, টার্নার ৩টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩টি, ওয়েল্ডার ২টি, শিট মেটাল ওয়ার্কার ২টি, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ৮টি। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ৮-৫-২০২৫এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ২০২১ সালের আগে পাশ হলে যোগ্য নন। প্রার্থী বাছাই হবে স্ক্রিনিং টেস্ট বা, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে বেঙ্গালউরুতে। ইন্টারভিউ বা, লিখিত পরীক্ষার জন্য তালিকা প্রকাশিত হবে ২৩ মে। ট্রেনিং শুরু জুলাইয়ে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: GTRE/HRD/026/2025-26, Date: 7th April, 2025. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৮ মের মধ্যে। ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন এই ওয়ে বসাই টে https://nats.education.gov.in, আই.টি.আই. পাশরা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন এই ওয়েবসাইটে www.apprenticechipindia.gov.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.rac.gov.in, www.drdo.gov.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

অর্থনীতি

ট্রাম্পের শেয়ার বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

এক সময় সারা পৃথিবী শাসন করতো আমেরিকা। অধুনা চিন ও ভারত সহ বিভিন্ন দেশের আর্থিক উত্থান বাদ সেজেছে সেই পরম্পরাতে। তাই নতুন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার অর্থনীতিকে মহান করে তুলতে শুল্ক যুদ্ধকেই হাতিয়ার করে তুলেছে। তাই ট্রাম্প তার পাগলা ঘোড়া শুল্ককে ছুটিয়ে মরা গাঙে অর্থনৈতিক জোয়ার আনার চেষ্টা করছে। আর এই প্রচেষ্টা যতটা দৃঢ় হচ্ছে আমেরিকার অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারা ততটা সারা বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। তার এই আর্থিক অদূরদর্শিতা বন্ধ না করলে অচিরেই আমেরিকার অর্থনীতি মন্দাক্রান্ত হয়ে যাবে। কাজেই একবার শুল্ক চাপানো আবার পরক্ষণে তা বিবেচনার নামে স্থগিত করা। আর তার এক একটা টুইট করার উপর ভিত্তি করে কখনো বাজার লাফ দিচ্ছে কখনো আবার বাজার নিম্নগামী হচ্ছে। তাই শেয়ার বাজার আজকের দিনে ট্রাম্প বাজার। রিজার্ভ ব্যাংক দুই দফায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমালো এর সাথে মার্চে খুচরো বাজারে মূল্য বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ৩.৩৪ শতাংশ। খাদ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হারও কমেছে। এদিকে ভারতের আর্থিক পূর্বাভাস কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক এবং উপদেশ সংস্থা মুডিজ। বার্ষিক ৬.৫% আর্থিক বৃদ্ধি ধরে রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত সপ্তাহে আমরা যখন লিখেছিলাম তখন বলেছিলাম বাজার বারবার চেষ্টা করবে ২৩ হাজারের দিকে যাবার এবং এখন সূচক ২৩৩২৬ কাজেই ২৩ হাজার বড় একটা সাপোর্ট লেভেল এবং উপরের দিকে ২৩৮০০ রেজিস্ট্যান্স লেভেল। যতক্ষণ না ২২৮০০ ভাঙছে ততক্ষণ বাজার ২৩৫০০ অতিক্রম করে ২৩৮০০ এর দিকে যাবার চেষ্টা করবে। এই মাসে যদি বাজার ২২৮০০ এর উপরে থাকে তাহলে স্বল্পকালীন বটম তৈরি হয়েছে এটা বলা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আগামীতে বাজার আরো উপরের দিকেই যাবে বলে অনুমান। ব্যাংকের বিভিন্ন শেয়ার বাজারকে ক্রমাগত শক্তি যোগাচ্ছে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা একটা ভালো দিক এর সাথে যুক্ত হয়েছে গাড়ি শিল্পে শুল্ক স্থগিত করার সিদ্ধান্ত। এখন দেখার বাজার কতদিন এই টেকনিক্যাল লেভেলকে মান্যতা দিয়ে উপরের দিকে যাওয়ার সময় নেয়।

রেলে ৯,৯৭০ লোকো পাইলট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচী, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, প্রয়াগরাজ, বেঙ্গালউরু, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, মুম্বই, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ, আজমীর, জম্মু-কাশ্মীর, চন্ডীগড়, ভোপাল, গোরক্ষপুর ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের ২৯টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে ৯,৯৭০ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা স্বীকৃত আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মিল রাইট মেন্টেন্যান্স মেকানিক, মেকানিক রেডিও অ্যান্ড টি.ভি., ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, ওয়ারম্যান, ট্রাক্টর মেকানিক, আর্মেচার অ্যান্ড কয়েল ওয়াইন্ডার, মেকানিক ডিজেল, হিট ইঞ্জিন, টার্নার, মেশিনিস্ট বা, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স নাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল বা, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদন করার যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স বা, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই, বা, বি.টেক) কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরাও আবেদন করতে পারেন। ওপরের সব শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেই যাঁরা এবছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু ফল বেরোয়নি, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন না। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৫"এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে সাধারণ আর ই. ডব্লু এস. প্রার্থীদের বেলায় ২-৭-১৯৯৫ থেকে ১-৭-২০০৭"এর মধ্যে। ও.বি.সি. প্রার্থীদের বেলায় ২-৭-১৯৯২ থেকে ১-৭-২০০৭"এর মধ্যে। তপশিলী প্রার্থীদের বেলায় ২-৭- ১৯৯০ থেকে ১-৭-২০০৭"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি"রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচি হল্লা মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত, প্রতিবন্ধী আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মী আর অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিংপ্রাপ্তরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৯,৯০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CEN No.: 01/2025 প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা। সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.-।) হবে। তাতে সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.।।) হবে। এরপর কম্পিউটার বেসড অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট (সি.বি.এ.টি.) হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন : কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে। www.rrbkolkata.gov.in, মালদহ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsiliguri.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbguwahati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbajmer.gov.in, বেঙ্গালউরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbnc.gov.in, ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbilaspur.gov.in, চন্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbgkp.gov.in, জম্মু-শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbjammu.nic.in, মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmumbai.gov.in, মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.rrbmuzaffarpur.gov.in, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.rrbsecunderabad.gov.in, তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.rrbthiruvananthapuram.gov.in. প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbald.gov.in ফর্ম পূরণ করতে ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করতে পারবেন ১৪ মে থেকে ২৩ মের মধ্যে। কোন রেলে কটি শূন্যপদ: কলকাতা রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব রেলে ৪৫৮টি (জেনাঃ ১৯৪, তাজার ৭১, তঃউঃজাঃ ৩৯, ও.বি.সি ১০৩, ইএস ৫১)। এর মধ্যে প্রাঃসাকর ৪৬টি। দক্ষিন-পূর্ব রেলে ২৬২টি (জেনাঃ ৯৫, আজার ৩৯, তাউাজাঃ ১৯, ও.বি.সি. ৬১, ইচ্ছা এস. ৪৮)। এর মধ্যে প্রাঃসাকর ৭টি। মালদহ রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব রেলে ৪১০টি (জেনাঃ ১৭১, তাজাঃ ৬৬, তাউঃজাঃ ৩৭, ও.বি.সি. ১০৩, ইডা এস. ৩৩)। এর মধ্যে প্রাসোকা ৪ ২টি। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ২৪টি (জোয় ১০, তাজাঃ ৪. রাউয়জাঃ ২, ও.বি.সি ৬, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২টি। শিলিগুড়ি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর সীমান্ত রেলে ৯৫টি (জেনাঃ ৩৯, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ২৬, ই.ডব্লু.এস. ১০)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১০টি। আহমেদাবাদ রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পশ্চিম রেলে ৪৯৭টি (জেনাঃ ২২৩, তঃজাঃ ৭৪, তঃউঃজাঃ ৩৭, ও.বি.সি. ১৩০, ই.ডব্লু.এস. ৩৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৫০টি।

আজমীর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর-পশ্চিম রেলে ৬৭৯টি (জেনাঃ ১৬২, তঃজাঃ ২৬২, তঃউঃজাঃ ৭৩, ও.বি.সি. ১৩৩, ই.ডব্লু.এস. ৪৯)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৬৯টি। পশ্চিম মধ্য রেলে ১৪১টি (জেনাঃ ১০৯, তঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৪, ই.ডর.এস. ১৪)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১৪টি।

প্রয়াগরাজ রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর রেলে ৮০টি (জেনাঃ ৩৩, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ২১, ই.ডব্লু.এস. ৮)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৮টি। উত্তর-মধ্য রেলে ৫০৮টি (জেনাঃ ২১৮, তঃজাঃ ৭২, তঃউঃজাঃ ৫০, ও.বি.সি. ১১০, ই.ডব্লু.এস. ৫৮)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৫১টি। ভোপাল রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পশ্চিম রেলে ৪৬টি (জেনাঃ ২৩, তাজাঃ ১২, ও.বি.সি. ১১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৫টি। পশ্চিম মধ্য রেলে ৬১৮টি (জেনাঃ ২২১, তঃজাঃ ১০৩, তাজাঃ ৫৩, ও.বি.সি. ১৩০, ই.ডব্লু.এস. ১১১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৬২টি।

ভুবনেশ্বর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় পূর্ব মধ্য রেলে ৯২৮টি (জেনাঃ ৪৫৪, তাজাঃ ২০৫, তঃউঃজাঃ ১১৯, ও.বি.সি. ১২১, ই.ডব্লু.এস. ২৯)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৯৩টি। গোরক্ষপুর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর-পূর্ব রেলে ১০০টি (জেনাঃ ৩২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ২৮, ও.বি.সি. ২১, ইক্র. এস. ৭)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১০টি। গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর-সীমান্ত রেলে ৩০টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২. ও.বি.সি. ৮. ইডক্র.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩টি। জম্মু-শ্রীনগর রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় উত্তর রেলে ৮টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১টি।

জেনে রাখা দরকার

সাধারণ বিজ্ঞান

১। কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র কোনটি- তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র।

২। ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ কী খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে -নাইট্রোজেন।

৩। প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে সবথেকে বেশি মৃদু জল পাওয়া যায়- বৃষ্টিপাত।

৪। অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর কোন ঘটনাটি ঘটে প্রতিফলন- অভ্যন্তরীণ পূর্ণ

৫। বুলেটপ্রুফ গাড়িতে কোন ধরনের কাঁচ ব্যবহৃত হয়- পাইরেক্স কাঁচ।

৬। মানবদেহে কত জোড়া পাঁজর থাকে- ১২ জোড়া।

ইতিহাস

৭। ভারতের প্রথম শক রাজা কে ছিলেন- মোগা বা মাউস (যিনি গান্ধারে শক শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন)।

৮। বল্লভী যুগ কোন যুগের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ- গুপ্ত যুগ(৩৬৬ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত যুগের পর বল্লভী যুগ শুরু হয়। ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত যুগ শুরু করেন)।

৯। সংস্কৃত নাটক নাগানন্দ কে লিখেছেন- হর্ষবর্ধন।

১০। কোন রাজা বাতাপিকোন্ডা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন- প্রথম নরসিংহবর্মণ।

১১। ভক্তি সাধক রামানুজাচার্য কোন দেবতার ভক্ত ছিলেন- বিষ্ণু।

১২। শিবাজীর ধর্মীয় গুরু কে ছিলেন- গুরু সমর্থ রামদাস।

ভূগোল

১৩। ভারতে র্যালি ফর ভ্যালি কর্মসূচি আয়োজন করার কারণ কী- পরিবেশগত অবক্ষয়।

১৪। কোন দেশের সঙ্গে ভারতের উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মতো রাজ্যের সাধারণ সীমান্ত রয়েছে- নেপাল।

১৫। ভারতের কত শতাংশ ভূখণ্ড মাঝারি ও উচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের আওতায় আসে-৬০%।

১৬। হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল কোন নামে পরিচিত- শিবালিক(এটি সিন্ধু নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত বিস্তৃত, যার গড় প্রস্থ ১০ থেকে ৫০ কিলোমিটার)।

১৭। বানিহাল গিরিপথ কোন দুটি স্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে- জম্মু ও শ্রীনগর।

১৮। মণিপুর ও নাগাল্যান্ডকে কোন পাহাড় শ্রেণির মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে- বরাইল পাহাড়।

সাম্প্রতিক ঘটনা

১৯। ২০১৯ সালের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর, ৫ বছরের পুনর্নির্মাণ শেষে আবারও জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল কোন দেশের ঐতিহাসিক নটরডেম ক্যাথেড্রাল – ফ্রান্স।

২০। সাঙ্কেতিক ভাষায় ভারতের প্রথম ২৪/৭ টেলিভিশন চ্যানেল চালু করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

চ্যানেলটির নাম কী- চ্যানেল ৩১ (চ্যানেলটির লক্ষ্য হল, শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রচার করা)।

২১। ফিজিতে, ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে- সুনীত মেহতা।

২২। সাহিত্য আকাদেমির পুস্তকায়ন বইমেলার তৃতীয় সংস্করণ কোথায় হয়েছে- নয়াদিল্লি।

২৩। রেমন্ড লাইফস্টাইল লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে- গৌতম হরি সিংহানিয়া।

২৪। এই প্রথমবার ইউএন কমিশন অন নারকোটিক ড্রাগসের ৬৮ তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছে কোন দেশ- ভারত(ভিয়েনায়, রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত শম্ভু এস. কুমারন আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফোরামের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছেন)।

২৫। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এখন কে- দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

২৬। মোবাইল ম্যালওয়্যার আক্রমণের জন্য বিশ্বব্যাপী তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ- ভারত।

২৭। অন্ন চক্র নামে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সাপ্লাই চেইন অপ্টিমাইজেশন টুল চালু করলেন কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- প্রহ্লাদ যোশী।

২৮। এবছর ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেলেন কে- চিলির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভেরোনিকা মিশেল ব্যাচেলেট জেরিয়া (লিঙ্গ সমতা ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর অধিকারের জন্য তাঁর অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কার পেলেন তিনি)।

২৯। স

মহিলা কামরা বাড়ানোর প্রতিবাদে ট্রেন অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ১৬ এপ্রিল সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষ্মীকান্তপুর নামখানা লাইনে চলে ট্রেন অবরোধ। তিন ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে ও ধীরে ধীরে প্রায় ১১ নাগাদ স্বাভাবিক হয় পরিষেবা। সম্প্রতি শিয়ালদহ ডিভিশনের লোকাল ট্রেনে মহিলা কামরার সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। আগে একটি ট্রেনের দুই প্রান্তে একটি করে মহিলা কামরা ছিল। এখন তা বাড়িয়ে ৪টি করছে রেল, সেই প্রশ্ন তুলেই বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার দক্ষিণ বারাসতে রেল অবরোধ শুরু করেন নিত্যযাত্রীরা। পরবর্তীতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মথুরাপুর রোড, জয়নগর মজিলপুর, ধপধপি সহ একাধিক স্টেশনে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ, জয়নগর থানার পুলিশ ও জিআরপি। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কোন যুক্তিতে ১২ বগির মধ্যে এতগুলি কামরা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখছে রেল কর্তৃপক্ষ। নারী নিরাপত্তার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তার জন্য সাধারণ যাত্রীদের উপরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবে কেন। এমনিতেই

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার দীর্ঘতম রেলপথ এই নামখানা লোকাল। মাঝপথ থেকে এমনিতেই ভিড়ের চাপে দিনের বেশির ভাগ সময়ে যাত্রীরা উঠতে পারে না। তাই ১২ বগির ট্রেন বাড়ানোর যেখানে প্রয়োজন সেখানে জেনারেল কামরাই কমিয়ে দিল রেল কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে ব্যাখা দিয়ে রেলের তরফে বলা হয়, প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। তাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রতিদিন মোট যাত্রীর প্রায় ২৫ শতাংশ মহিলা। তাদের ট্রেন যাত্রা কিছুটা সুখকর করতেই মহিলাদের কামরার সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন এবং স্টেশন চত্বরে যৌন হেনস্থার ঝুঁকি কমাতে শিয়ালদহ বিভাগ সর্বদা তৎপর। অনেক মহিলা যাত্রীই সাধারণ কোচে অপেক্ষাকৃত কম ভিড় থাকা সত্ত্বেও মহিলা কোচ বেছে নেন, বিশেষত রাতে আরপিএফের উপস্থিতির কারণে। সেই কথা মাথায় রেখেই মহিলা কামরা বৃদ্ধির কথা ভাবা হয়েছে। তবে এদিন পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তারা। এই ইস্যুতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে রেলের নিত্যযাত্রীরা এবং তা রেল দপ্তরে জমা করবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বুধবারের পর ফের বৃহস্পতিবার। অভিযোগ, ট্রেনে মহিলা কামরা বাড়ানো হলেও মোট কামরার সংখ্যা বাড়েনি। যার জেরে সমস্যায় পড়ছেন পুরুষ যাত্রীরা। ব্যস্ত সময়ে ভিড় ট্রেনে ভুল করে কেউ মহিলা কামরায় উঠে পড়লে হেনস্তার শিকার হয় পুরুষদের। তাই ১৭ এপ্রিল সকাল ৬ টা থেকে ডায়মন্ড হারবার–শিয়ালদহ লাইনের উত্তর রাধানগর, মগরাহাট, হোটর স্টেশনে বিক্ষোভ শুরু করেন যাত্রী। ফলে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশের আধিকারিকেরা। উত্তর রাধানগর স্টেশনে সাড়ে ন'টা নাগাদ অবরোধ উঠে গেলেও ধামুয়া স্টেশনে ওভারহেড তারে প্রচুরকলাপাতা ফেলার জন্য ট্রেন চলাচলের বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। আবার পৌনে দশটা নাগাদ মগরাহাট, হোটর স্টেশনে নতুন করে রেল লাইনের ওপর কংক্রিটের স্লিপার ফেলে অবরোধ চলে। পরবর্তীতে বেলা ১১টা থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মঞ্চ থেকে পুলিশকে আক্রমণ বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপের

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : 'তালডাংরা থানার পুলিশ অফিসার এতো দাম্ভিক, আমি আপনার এলাকায় আসছি আর আমাকে পৌঁছাতে আপনার লজ্জা হয়!' বিবড়দায় দলের বিধানসভা ভিত্তিক ভোটার লিষ্ট সংশোধনী শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঠিক এই ভাষাতেই পুলিশকে আক্রমণ করলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। তার দাবি, এই পুলিশ তৃণমূলের বন্ধু নয়, সরকারের বন্ধু নয়। এদের দিকে নজর রাখবেন। একই সঙ্গে উপস্থিত দলীয় কর্মী–সমর্থকদের এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'শুধুমাত্র রোজগার করার জন্যই তৃণমূলে আশ্রয় নেয়।' আর পুলিশের উপর ভরসা না রেখে দলীয় নেতৃত্বের উপর আস্থা–ভরসা রাখার কথা বলেন তিনি। সভা শেষে তার ওই বক্তব্য প্রসঙ্গে সাংসদ অরুপ চক্রবর্ত্তীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ওনার রেসপনসিবিলিটি নেই? আমরা যে মিটিং করতে যাবো তা দেখিয়ে দেওয়ার লোক নেই। যে সমস্ত পুলিশ অফিসারদের পাঠায় তাদেরও কোন রেসপনসিবিলিটি নেই, এটা জঙ্গল মহল মনে রাখা উচিৎ। এদের তো ন্যুনতম সৌজন্যতাবোধ নেই, বিজেপি নেতা হলে তো পিছনে পিছনে দৌড়ে বেড়ায়।' অন্যদিকে বিজেপি নেতা বিপত্তারণ সেনির দাবি, 'ওই সাংসদ পরোক্ষে স্বীকার করে নিলেন পুলিশ জনসেবা করেনা, তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থেকে রোজগার করে। তোলা আদায়ের ভাগ তিনি পাচ্ছেন না বলেই হয়তো পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।'

ঝড়খালি চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝড়খালি: বছর খানেক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বন বিভাগের চুলকাটি জঙ্গলের কাছে একটি বাঘকে অসুস্থ অবস্থায়

জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পান বনদপ্তরের কর্মীরা। সেটিকে পাঠানো হয় কলকাতার চিড়িয়াখানাতে। সেখানেই বাঘটি সুস্থ হতে শুরু করে পশু চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে। বনদপ্তরের কর্মীরা ও পশু চিকিৎসকরা দেখতে পান বাঘের একটি শিকারি দাঁত ভাঙা রয়েছে। সেই জন্য সে শিকার ধরতে পারছে না। শিকার ধরতে না পারার কারণেই কমে গিয়েছে বাঘের ওজন, দুর্বল হয়েছে শরীর। অবশেষে পশু চিকিৎসকরা চিড়িয়াখানাতে রেখে তার চিকিৎসা শুরু করেন। ৬৫ কেজি থেকে ওজন বেড়ে বর্তমানে ১০০ কেজি হয়েছে। ঝড়খালি চিড়িয়াখানাতে একটি বাঘ কয়েকদিন আগে মারা যাওয়ার কারণে সেখানেই আনা হল তাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বন বিভাগের আধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন, 'বাঘটি আপাতত সুস্থ রয়েছে। যেহেতু জঙ্গলে সে শিকার ধরতে অক্ষম ছিল, তাই তাকে সুস্থ করে জঙ্গলে ফেরত না পাঠিয়ে ঝড়খালির অ্যানিমেল পার্কে আনা হল। যেখানে পর্যটকরাও বাঘ দেখে আনন্দে উপলব্ধি করতে পারবে।'

মল্লিকপুরে পানীয় জলের হাহাকার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর মহকুমার একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় ভয়াবহ জল সংকটের মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। পানীয় জল তো দূরের কথা, রান্না, স্নান, শৌচকর্ম দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্যও বাসিন্দাদের নির্ভর করতে হচ্ছে কিনে আনা জলের উপর। সবচেয়ে গুরুতর পরিস্থিতি মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। উত্তরায়ণ, সুমন বেকারি লেন, মল্লিকপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একেবারেই জল আসে না, কোথাও আবার দিনে একবার, তাও এত কম পরিমাণে যে কোন ও কাজের উপযোগী নয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, জলের অভাবে নিত্যদিন আমাদের দুর্বিষহ অবস্থা হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যা বাড়লেও জলের কোনও পরিকল্পিত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। বাধ্য হয়ে প্রতিদিন জল কিনতে হচ্ছে আমাদের। নলকূপেও ভরসা

বারুইপুর

নেই, জলের স্তর নেমে গেছে মাটির অনেক নিচে। বেশিরভাগ নলকূপ ১০০–২০০ ফুট গভীর হলেও, সেখান থেকেও জল উঠছে না। অনেকেই নিজ উদ্যোগে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সাব মার্সিবল পাম্প বসাচ্ছেন। কিন্তু এই অস্থায়ী সমাধানই দীর্ঘমেয়াদী ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। পঞ্চায়েতের তরফে বসানো গভীর নলকূপগুলিও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। সুমন বেকারি লেনের বাসিন্দারা বলেন, পাইপ লাইনে কোনওদিন জল আসে, কোনওদিন আসে না, এলেও চাপ কম থাকায় এক গ্লাস জল ভরে মিনিট পাঁচেক ধরে। বাধ্য হয়ে প্রতিদিন ৭০–৮০ টাকা দিয়ে জল কিনে আনতে হচ্ছে। এব্যাপারে মল্লিকপুর পঞ্চায়েত প্রধান হবিবুর রহমান বৈদ্য বলেন, 'আমরা সমস্যা স্বীকার করছি। ইতিমধ্যেই কিছু এলাকায় নতুন গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৫ সালের মধ্যে নতুন পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আপাতত জলট্যাঙ্কারের মাধ্যমেও জল সরবরাহের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

গরম পড়ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাবাস অনুযায়ী আসছে তীব্র দহনের দিন। শুধু বারুইপুর নয়, সারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়েই শুরু হয়েছে পানীয় জলের জন্য চিন্তা। সঙ্গে নামছে ভূমির নীচে জলস্তর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা আর্সেনিকপ্রবণ বলে চিহ্নিত। ফলে পুরসভা গুলিকে এখনই মাঠে নামতে হবে। ঘরে বসে না থেকে কোন এলাকায় জলের অভাব রয়েছে তা দেখে ব্যবস্থা করতে হবে।

বহু প্রতীক্ষার পর ছুটবে হাওড়া–জয়রামবাটি ট্রেন

আরিফুল ইসলাম, বাঁকুড়া : একসময় বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি থেকে কলকাতার উপকণ্ঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাওয়ার জন্য বহু কষ্ট করেই যাতায়াত করতেন জগজ্জননী মা সারদা। সেপথ যেমন ছিল কষ্টের, তেমনই ছিল দুরূহ। সেই কষ্টের পথ আজ অতিদ্রুত মসৃণ হতে চলেছে। সঙ্গে জুড়ছে পুণ্যার্থীদের সুযোগও। তারকেশ্বর–কামারপুর–জয়রামবাটি একইপথে পাবার, বহু প্রতীক্ষার অবসান। লাইন পাতা থেকে শুরু করে স্টেশন তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দেশ–বিদেশের অসংখ্য ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা এবার সরাসরি ট্রেনে চড়ে পৌঁছে যাবেন মাঁয়ের গাঁ জয়রামরামবাটিতে। একটা সময় গোরুর গাড়িতে চড়ে জয়রামবাটি থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে পৌঁছোতে হতো বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় যেতে হতো। মাঝে প্রায় ৪৫–৫০ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় পরিবহন নামে রাজ্য সরকারের দূরপাল্লার বাস ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে হুগলি জেলার আরামবাগ হয়ে কামারপুকুর চটি ছুঁয়ে জয়রামবাটি যেতে হতো। সেক্ষেত্রে রাস্তা অনেকটা কম পড়লেও বাস যাত্রা ও ট্রেন যাত্রার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের দুস্তর ফারাক। এবার আর সেই ট্রেন যাত্রার জন্য ভায়া বিষ্ণুপুর হয়ে কলকাতা যাওয়া নয়, অভিষ্ট লক্ষ্যে সরাসরি মা সারদার গ্রাম জয়রামবাটির উপর দিয়েই ছুটবে ট্রেন ভায়া অবশ্যই তারকেশ্বর–আরামবাগ। এলাকার বহু মানুষের দীর্ঘদিনের অপেক্ষারও অবসান হবে।

২০০০–০১ অর্থবর্ষে তারকেশ্বর–বিষ্ণুপুর রেলপথ নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন বর্তমান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তৎকালীন রেলমন্ত্রী থাকার সময়। এরপর দামোদর নদ–রূপনারায়ণ নদী দিয়ে বহু জল বয়ে যায়। আরামবাগ এলাকাও বহুবার বন্যা কবলিত হয়েছে কিন্তু এই রেলপথের কাজ আর স্বাভাবিক গতিতে এগোতে পারেনি। তার একটা অন্যতম কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলায় যে যে রেলপথের প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পাস করিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার তখন চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছিল। যার ফলে এইসব প্রকল্পগুলোর ব্যাপক বিলম্ব ও বিভ্রাট ঘটে। এরমধ্যে অবশ্যই আছে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট একলাখি, নিউ জলপাইগুড়ি যাতায়াতের বিকল্প ও অতিরিক্ত রূট বর্ধমান–আজিমগঞ্জ প্রকল্প।

২০০০–০১ অর্থবর্ষে বিষ্ণুপুর–তারকেশ্বর রেলপথ নির্মাণ হবে ঘোষণা হয়। ২০০২–০৩ সালে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। ২০০৬–০৭ সালে এই প্রকল্পের রেলপথ নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ হয়। ২০০৮–০৯ সালে রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়। বিষ্ণুপুর–তারকেশ্বর রেলপথের মধ্যে বিষ্ণুপুর–গোকুলনগর পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ সম্পূর্ণ করে ২০১০ সালেই, ওই পথে ট্রেন চলে। ২ বছর পর রেল যোগাযোগ গোকুলনগরের পরিবর্তে সম্প্রসারিত হয় ময়নাপুর পর্যন্ত। কিন্তু একদিকে ভাবদীঘি সমস্যা অন্যদিকে রেলের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে, তারপর থেকেই এই প্রকল্পের কাজের গতি ধীর হয়ে আসে। কিন্তু সম্প্রতি ওই পথে বড়ো গোপীনাথপুর হয়ে জয়রামবাটি পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ করে ফেলেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে সুদৃশ্য রেলস্টেশন। রেলসূত্রে জানা গিয়েছে অসম্পূর্ণ কিছু ছোটোখাটো কাজ শেষ করে অতি দ্রুত জয়রামবাটি পর্যন্ত রেল যোগাযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। এই ঘটনায় খুশি এলাকার বহু গ্রামবাসী থেকে আরম্ভ করে জয়রামবাটি মাতৃমন্দির কর্তৃপক্ষ।

পড়ুয়া ও শিক্ষকের অভাবে বন্ধ স্কুল

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : পাকা স্কুল বাড়ি, বড় ইস্কুলের মাঠ, পানীয় জলের কল, মিড ডে মিল রান্নাঘর, বসে খাওয়ার ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক পাখা ও পঠন পাঠনের জন্য যা যা প্রয়োজন সবটাই আছে। কেবল শিক্ষক ও পড়ুয়া না থাকায় স্কুল ঘর এখন তালা মেরে বন্ধ রেখে দিয়েছে। এমনটাই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের পূর্ব গোবিন্দপুরে ২০১১ সালে পূর্ব গোবিন্দপুর জুনিয়র হাই স্কুল যখন তৈরি হয় তখন এই এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে গমগম করত একাধিক শিক্ষকও ছিল। এরপর ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে কমতে একেবারেই তলা নিতে এসে ঠেকেছিল। কেবল একজন শিক্ষক আছেন তিনি মাঝেমধ্যে আসেন না হলে স্কুলেই তালা অবস্থায় পড়ে থাকে। পাশে একটি প্রাইমারি স্কুল থাকলেও পাশে জুনিয়র হাই স্কুলটি বন্ধ পড়ে রয়েছে। গ্রামের মানুষ থেকে শুরু করে অভিভাবকরা চায় স্কুলটি পুনরায় চালু হোক। স্থানীয় শিক্ষক ও পঞ্চায়েত সদস্য

বিষয়টি জেনেও কিছু করার নেই বলে জানিয়ে দেন। যে উদ্দেশ্যে স্কুলটি তৈরি করা হয়েছিল শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য, গ্রামের মানুষদের চেষ্টায় স্কুলটি তৈরি হয়েছিল তা আজ কেবল অতীত হয়ে গিয়ে ভূতুড়ে বাড়ির পরিণত হচ্ছে। এভাবে একের পর এক ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়গুলি যদি বন্ধ হয়ে যায় আগামী দিনে শিক্ষার ঘোর অন্ধকার হয়ে আসছে বলে মনে করছেন শিক্ষা মহল।

বজ্রপাতে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘী : ১৬ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘি থানার ২৩ নং লাট এলাকায় মাঠে ধান তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল জয়ন্ত মণ্ডল নামে এক কৃষকের। স্থানীয় পুলিশ ও সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুরে হঠাৎই ঝড়বৃষ্টির সাথে বজ্রপাত শুরু হয় এলাকায়। দুপুরে মাঠে ধান তুলছিল জয়ন্ত সহ বেশ কয়েকজন। তখনই হঠাৎই বজ্রপাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে জয়ন্ত সহ বেশ কয়েকজন। পরে আহতদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকরা জয়ন্তকে মৃত বলে জানায়।

সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের অ্যাম্বুলেন্স বিকল

অভীক মিত্র: প্রায় এক দশক আগে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় তার সাংসদ উন্নয়ন তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থে অ্যাম্বুলেন্সটি জনসাধারণের স্বার্থে চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রদান করেছিল। কয়েক বছর চলার পর সেটি বিকল হয়ে স্থান পায় চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতরের টিনের শেডে। আর মেরামতও করা হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এরফলে সিউড়ি সদর হাসপাতাল যেতে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েছে গ্রামের বাসিন্দারা। চিনপাই থেকে সিউড়ির দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছিল সেটি কয়েক বছর চলার পর খারাপ হয়ে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রশাসন তা মেরামত করে পুনরায় চালু করার কোনও ব্যবস্থা করেনি। ফলে সাধারণ মানুষদের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। সিউড়ি হাসপাতাল গাড়ি ভাড়া করে যেতে হচ্ছে। কোনো গাড়ি নিচ্ছে ৬০০ টাকা আবার কেউ নিচ্ছে ৭০০ টাকা। রাস্তা খারাপ ফলে চরম দুর্ভোগে পড়ছি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পূর্ত মন্ত্রীর বিভ্রান্তকর উক্তি জনগণ ক্ষুব্ধ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার চেতলার গোপালনগর রোডে পানীয় জলের পাইপ সংযোগ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে পূর্তমন্ত্রী এবং সি এম ডি–এর চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেন বলেন, মহানগরীর উন্নয়নে সি এম ডি–এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, চেতলার কিছু মানুষ সি এম ডি–এর অজ্ঞাতসারে রাতের অন্ধকারে হাইকোর্টে গিয়ে ইন্ড্রাংক্সান জারী করার ফলে চেতলার বস্তী উন্নয়নের কয়েক কোটি টাকার কাজ চালানো সম্ভব হয়নি। পূর্তমন্ত্রীর এই উক্তিতে স্থানীয় জনসাধারণ বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে জানা গেল। অভিযোগে প্রকাশ, রাতের অন্ধকারে ইনজাংকসন উক্তিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মাননীয় বিচার–পতি শ্রীসলিল রায় চৌধুরীর নির্দেশক্রমে C. M. P. Oকে নোটিশ দেওয়া হয় গত ৬/৯/৭৪ তারিখে। প্রকাশ, গত ১০০/৭৪ তারিখে মাননীয় বিচারপতি শ্রীমুরারী দত্তের আদালতে সিএম ডি এ ও সি এম পি ও এবং আবেদন কারীদের উপস্থিতিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ জারী করা হয়। এখনও ঐ নির্দেশ বলবৎ আছে বলে জানা গেল। সাত মাস আগের ঘটনাকে রাতের অন্ধকারের ঘটনা বলে রটনা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। সেই সঙ্গে স্থানীয় এম,এল, এ'র অপকীত্তি চেপে যাওয়াও খুবই দুঃখের। তাছাড়া মাননীয় ভোলা সেনের মত একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পক্ষে বিচারাধীন ঘটনা নিয়ে আলোচনা ও মন্তব্য কর। আইন সঙ্গত হয়েছে কি?

৯ম বর্ষ, ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫, শনিবার, ২১ সংখ্যা

দুর্ঘটনা

বৃদ্ধের বাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: ১৭ এপ্রিল সোনারপুর থানা রায়পুরে মধ্যরাতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। তবে বাড়িতে না থাকায় প্রাণে বাঁচলেন এক বৃদ্ধ। এর আগেও তার বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দা নিমাই সরদারের দাবি, এলাকায় সমাজ বিরোধী এবং নেশাখোরদের আনাগোনা বেড়েছে। অন্ধকার নামলেই এলাকা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় নেশার আসর বসে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ির মধ্যে থাকা চাষবাসের সরঞ্জাম, জামাকাপড়, খাবার ও কিছু নগদ টাকা।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: ১৮ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত লাহিড়ীপুর পঞ্চয়েতের চরঘেরীর বিধান কলোনি এলাকায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের। মৃতদের নাম সৌমিত্র মণ্ডল(৩৭) ও পবিত্র মণ্ডল(৩২)। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা পূর্নেন্দু বিশ্বাস ধান চাষ করেছিলেন। ধানক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব ছিল। ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে ধানক্ষেতে দিয়েছিলেন বিদ্যুৎবাহী তার। বুধবার রাতে মাঠের রাস্তা দিয়ে দুই ভাই বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় মাঠের মধ্যে বিদ্যুৎবাহী

তারের সংস্পর্শে দুই ভাই জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুজনের। পরিবারের লোকজন বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর মাঠের মধ্যে দুই ভাইকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। ধানক্ষেতের মালিক পলাতক পূর্নেন্দু বিশ্বাসের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

হাইকোর্টের রায়ে আশার আলোয় ব্যাঘ্র বিধবারা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন : বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। জঙ্গলে মাছ বা কাঁকড়া অথবা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণ যায় সেই সব মৎস্যজীবীদের। সুন্দরবনের গোসাবা থেকে কুলতলি, মোল্লাখালি থেকে মৈপিঠ সর্বত্রই একই চিত্র। অথচ এই সমস্ত মৎস্যজীবীদের পরিবারগুলি আজ অবধি পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাননি। ক্ষতিপূরণ তো অনেক দূরের কথা! চিকিৎসা করার পয়সাটুকুও তাদের জোটেনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এবার তাই হাইকোর্টের রায়ের এক নির্দেশের ফলে স্বস্তি ফিরেছে মৎস্যজীবী পরিবারগুলির। আপাতত তিনটি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেলেও পরবর্তীতে অন্যান্য পরিবাররাও ক্ষতিপূরণ পেতে পারে একই আইনের মাধ্যমে। এমনটাই মনে করছেন মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিও।

১৪ বছর আগে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে একই বছরে বিভিন্ন দিনে নিহত হয় মৎস্যজীবী পরিবারের তিন সদস্য। ২০১১ সালের পর থেকে সেই পরিবারগুলি কষ্টের সঙ্গে দিনযাপন করছেন। অনেক পরিবারের সদস্যদের পুনরায় বেছে নিতে হয়েছে সেই ঝুঁকিপূর্ণ মাছ বা কাঁকড়া ধরার জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলকে। সাতজেলিয়া গ্রামের তরুবালা মণ্ডলের স্বামী

বিশ্বজিৎ মণ্ডল বাঘের আক্রমণে নিহত হন। অন্যদিকে লাহিড়ীপুর গ্রামের পুষ্প মণ্ডলের স্বামী অর্জুন মণ্ডল ও বাঘের আক্রমণে নিহত হন ওই বছরের জুন মাসে। তারপর নভেম্বর মাসের বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারায় বীনা মণ্ডলের স্বামী নিরাপদ মণ্ডল। পরিবারের একমাত্র রোজগারে সদস্য বাঘের পেটে চলে যাওয়ায় যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়েন ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে তাদের স্ত্রীদের। কিন্তু সরকারিভাবে তাদের জোটেনি কোন ক্ষতিপূরণ। এরপর সরকারের কাছে আবেদন জানান তারা ক্ষতিপূরণের জন্য। কিন্তু সরকার কোন ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায় অবশেষে কোর্টের দ্বারস্থ হন এই তিনটি পরিবার। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর অবশেষে বন দপ্তরকে তিনটি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। গত বুধবার সেই রায় কার্যকরী হয়। ১০ দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সেই টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বনদপ্তরকে। অথচ হাইকোর্টের রায়ের পরেও এখনো তারা ক্ষতিপূরণ পাননি।

এবিষয়ে নিহত বিশ্বজিৎ মণ্ডলের স্ত্রী তরুবালা মণ্ডল বলেন, 'দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। ক্ষতিপূরণের টাকা পেলে তা দিয়ে কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করে স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা আছে।'

স্ত্রীরাই মূলত পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে কখনো নদীতে কখনো বা জঙ্গলে যান জীবিকার জন্য। তবে টাকা পেলে তাদের যে কিছুটা উপকার হবে সে কথা স্বীকার করেছেন অন্য দুটি পরিবারের সদস্যরাও। এ বিষয়ে নিহত অর্জুন মণ্ডলের স্ত্রী পুষ্প মণ্ডল

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১৯ এপ্রিল – ২৫ এপ্রিল, ২০২৫

এ বঙ্গ ভান্ডারে তব...

মধুকবি সেই কত বছর আগেই বুঝেছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন অখণ্ড বঙ্গভূমি নানা ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। বঙ্গের কত রূপ তার রূপ মাধুর্য ঐশ্বর্য অতুলনীয়। সম্প্রতিক সময়ে মধুকবি উপস্থিত থাকলে বঙ্গের রূপ বৈচিত্র্য নিয়ে একাধিক কাব্যগ্রন্থ লিখতেন অনুমান করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গভাষী দুই বাংলায় শুধু রাজনৈতিক উত্তাপ নয়, সামাজিক মন্থনের যে গরল ছড়িয়ে পড়ছে তা ধারণ করবার মত কোন নীলকণ্ঠ মহাদেবের আবির্ভাব ঘটেনি। রাজনীতির অন্তরালে যে রহস্যময় রাজনীতি থাকে তা প্রকাশ্যে আসতে পারে না কখনো কখনো তা প্রকাশযোগ্য নয়।

গতবছর ওপার বাংলায় জুলাই মাসে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের এবং মৌলবাদ প্রতিষ্ঠার সফল আন্দোলন বিশ্বব্যাপী দেখেছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্মম দৃশ্য বিশ্বকে শিহরিত করেছে। আতঙ্কিত করেছে সেদেশের সম্প্রদায়ের মানুষকে। যে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট অবদান ছিল তা মুছে ফেলা হয়েছে। সন্ন্যাসীরা নির্যাতিত হয়েছেন, জেলে পড়ে রয়েছেন তারা। বাংলাদেশের সেই বিদ্বেষের বিষাক্ত বাতাস এপার বাংলার সীমন্ত সংলগ্ন কয়েকটি জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। বহু হিন্দু স্বভূমে হয়েছেন ঘর ছাড়া শরণার্থী। মর্মান্তিক সেইসব দৃশ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে। অন্যদিকে রাজনীতিক ও ভোট আশ্রয়ী ব্যক্তিত্বদের মুখে আজব নানা তত্ত্ব অশান্তির কারণ হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। ১৯৪৭ দেশভাগ ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে উসকে দিয়ে নীল পলিথিন ঢাকা শরণার্থী শিবিরগুলির নির্যাতিত মানুষগুলির আর্তি বৈদ্যুতিক চ্যানেলগুলিতে প্রকাশ্যে এসেছে। গণমাধ্যমের ক্যামেরা আটকাতে নীল পলিথিন দিয়ে ঢাকা হয়েছিল বলে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন। মৌলবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ধর্মকে হাতিয়ার করে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইছে।

বাম আমলের একটি ঘটনা অনেকেরই মনে আছে। তখন গ্যাট চুক্তি নিয়ে পথে–ঘাটে গ্রামগঞ্জে শহরের মোড়ে মোড়ে একটি প্রচার দারুন ভাবে চলতো। বলা হতো আপনার বাড়ির নিম গাছের পাতা আপনি যদি তোলেন তাহলে মার্কিন দেশের পুলিশ এসে আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। বহু মানুষ এ প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিল। সম্প্রতিক অতীতে এনআরসিকে কেন্দ্র করে এমন প্রচার জমে উঠেছিল যে বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় মানুষকে নাকি ভারত থেকে বের করে দেওয়া হবে। যদিও বাস্তবে সবই ছিল কষ্ট কল্পিত। সম্প্রতি লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হয়ে যাওয়া ওয়াকাফ বিল যা আইনে পরিণত হয়েছে সে নিয়েও আইন আদালত আন্দোলন এমনকী রক্তপাত হত্যা ইত্যাদির ঘটনা ঘটেছে। বলা হচ্ছে রাষ্ট্র নাকি সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করে নেবে। প্রকৃত সত্য আড়াল করে যখন ভোট রাজনীতির ময়দানে মিথ্যা মাথাছাড়া দেয় তখন শুরু হয় নির্যাতন, মানুষ মারে আর মরে। মধু কবির সেই মেঘের আড়ালে থাকা মেঘনাথরা যুগে যুগে সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলে নানা রঙের নানা রকমারি ইস্যুর আড়ালে স্বার্থ চরিতার্থ করতে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

সে যদি সামান্য যাদুকরই হত, তবে অর্থ প্রার্থণা না ক’রেই অদৃশ্য হল কেন? আমার মনে হয়, মনের বিলাসে উৎপাদিত সংসার এই রকমই হয়, এই সত্য বোঝাবার জন্য কোন দৈবীমায়া এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর সামান্য যাদুকর হ’য়ে রাজার মত মহামান্যের মনে মোহার্পণে তার উদ্দেশ্যই বা কি থাকতে পারে? এ শুধু সংসার সৃষ্টিতে সঙ্কল্পের একচ্ছত্র প্রভাব এবং সংসারের অলীকত্ব ও যন্ত্রণাসর্বস্বতা হৃদয়ঙ্গম করানোর শিক্ষামাত্র। বশিষ্ঠ বললেন, গল্পটি কাল্পনিক নয়, আমি ঘটনাকালে রাজসভায় উপস্থিত ছিলাম। এইভাবেই সর্বত্র কল্পনাময় মনের দ্বারা জগৎ–রচনা চিরকাল হয়ে এসেছে।

অতঃপর বশিষ্ঠ বললেন, নিজের সঙ্কল্পবলে চৈতন্য প্রথমে জ্ঞেয়স্বরূপতা লাভ ক’রে পরে নানা বৈচিত্র্যের সংশ্রবে মলিনতায় মলিন হন। মলিন চৈতন্য নিজের পূর্ণস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মন রূপে প্রকাশিত হন। অবোধ শিশুরা মনোরাজ্যে অনর্থক ভূত–প্রেতের ভয়ঙ্কর দুষ্কর্মের

কল্পনায় ভীত হয়, মনও তেমনই অসত্য বাসনায় মলিন হয়ে বৃথাই দুঃখজাল বিস্তার করে। বাসনার ক্ষয়সাধন করতে পারলে সেই মলিনতা অপসারিত হয়ে মন চিৎস্বরূপতা লাভ করে, তখন সত্যভাবে অনুভূত দুঃখসমূহ স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়। বাসনা–বিমূঢ় মন অপরকে এমনকি অভয়দায়ী মহাজনকেও সন্দেহ, ভয় বা উপেক্ষা করে। মলিন মন কখনও হিতকারী, প্রকৃত মিত্র, নিস্কাম মহাজনের গুরুত্ব ধারণা করতে পারে না। তাই মলযুক্ত মন ক্রমাগত দুঃখজালে বন্ধই থাকে। সুতরাং বাসনাকে সমূলে উচ্ছেদ ক’রে মনকে মলিনমুক্ত করা একান্ত কর্তব্য। মন দ্বারা কৃত কর্মই প্রকৃত কর্ম, মন দ্বারা করা পরিত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। জড় শরীর মূঢ় বা জ্ঞানী হয় না, মনের মোহবদ্ধতায় ব্যক্তি মূঢ় পরিচয় পায়। সর্বশক্তিসম্পন্ন মন দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ এই পঞ্চতন্মাত্রা রচনা ক’রে সেই উপযোগী পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক সৃষ্টি করেছে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

নস্টালজিক হাওড়া স্টেঃ

১৯৭৯ সালের হাওড়া স্টেশনের বহির্বিভাগ,
দূরবর্তী উপরের ব্রিজটি দেখে পরিষ্কার বোধগম্য

দুর্নীতির ছন্দ হয়ে গেছে স্বাভাবিক

নরেন্দ্রনাথ কুলে

আমাদের সমাজে আসল, নকল, ভুয়ো শব্দগুলোর সম্পর্কিত চর্চা মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসে। নানা বিষয়ে মানুষ প্রতারিত হলেই সেই চর্চা উঁকি দেয়। আসল ও নকল জিনিস থেকে ভুয়ো কোম্পানির কথা মানুষ শুনতে শুনতে এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নকল হইতে সাবধান বাক্যটি আর অচেনা নয়। তবু মানুষের নকল থেকে নিস্তার নেই। যাহাই চকচক করে তাহা সোনা নয় জেনেও মানুষ চকচকে দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আসলে চকচকে জিনিস মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে খুব সহজেই। সমাজে চকচকে নকল মানুষদের কাছে সাধারণ মানুষদের অহরহ প্রতারিত হতে হয়। একসময় কিডনি পাচারের খবর এই বাংলাতেই হয়েছে। যা ডাক্তারের সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়। হাসপাতালে শিশু চুরির ঘটনা থেকে পাচার নতুন কোনো ঘটনা নয়। আবার অনেক ঘটনার পিছনে ভুয়ো ডাক্তারও ধরা পড়েছে। এমনকি ভুয়ো নার্সিং হোম। ভুয়ো আই পি এস, আই এ এস ধরা পড়েছে। এছাড়াও নানা সরকারি অফিসার থেকে কর্মী ভুয়ো বলে ধরা পড়েছে। এই কলকাতায় এমন ভুয়ো আইএএস ধরা পড়েছে যে রবি ঠাকুরের আবরণ উন্মোচনের ফলকের নীচে মাননীয় এক মন্ত্রীর নামের নীচে তার নাম খোদাই করা ছিল। তাহলে এমন উচ্চ পর্যায়ের ভুয়ো যে পুরো সরকারি প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে। আবার প্রশাসনের মানুষের কালো আঁতাতে স্কুলে স্কুলে ভুয়ো শিক্ষকও নিযুক্ত হয়েছে। এমন ভুয়ো নিয়ে ধুয়ো তোলার লোকবলের অভাব নেই আজ। যেখানে শাসকবল একটা বড় ফ্যাক্টর।

ভুয়ো র খবরের সাথে ভেজাল বিষয়ের খবরও মাঝেমধ্যে চমকে দেয়। যদিও ভেজাল নিয়ে এখন মানুষ সেভাবে আর উদ্বিগ্ন নয়। আমাদের খাদ্য তালিকার সাথে ভেজাল শব্দটা ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এখন মানুষকে আফসোস করতে দেখা যায়–বাজারে ভেজাল ছাড়া আর কি পাবেন মশাই! তেল, মশলা, দুধ ইত্যাদি থেকে পানীয় থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, কোনটাই ভেজাল বহির্ভূত নয়। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খাঁটি জিনিস বলে অহরহ বিজ্ঞাপন বলে দেয় যে বাজারের জিনিসে ভেজাল আছেই আছে। কে কত খাঁটি জিনিস দিতে পারে তারই বিজ্ঞাপনী প্রতিযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়। ভেজাল মানুষের এখন এক প্রকার গা–সয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন আগে ভাগাড়ের পশুর মাংস হোটেল রেস্টুরেন্টে ব্যবহৃত হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। তখন আতঙ্কিত হয়েছে খাদ্যরসিক মানুষ।

এখন মানুষ আতঙ্কিত ভেজাল ওষুধের খবরে। এখন ওষুধ শুধু ভেজাল নয়। ওষুধটাই জাল। জাল ওষুধ বাজারে এমনভাবে জাল বিস্তার করেছে যে তার শিকড় খুঁজে পেতে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে প্রশাসনের লোকজনকে। প্রশাসন ও তার কাজকর্ম ঢিলেঢালা নিয়ে তর্ক বিতর্ক যাই থাকুক তাতে ভেজালকারীদের মাথাব্যাথা থাকে না। অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে ওষুধ জাল। জাল ওষুধের চক্র ঘুরছে। ভেজাল খাবারের, ভেজাল পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের জীবন রোগবিহীন নয়, আবার রোগের চিকিৎসায় রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধ ভেজাল। ভেজাল চক্র বা জাল চক্র চিকিৎসা ক্ষেত্রে আর জি কর কান্ডে উঠে এসেছে। সে চক্রের তীব্রতা এতই যে তাতে অভয়ার মত ডাক্তারকে প্রাণ দিতে হল। এ নিয়ে শাসক রাজনীতির তর্কে জেতা থাকলেও অভয়ার মৃত্যু যে শুধু ধর্ষণ ও খুন নয় তা পরিষ্কার। এই খুনের মোটিভও সাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। এই চক্রের সহযোগিতায় সরকারী হাসপাতালেও রোগীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় হাসপাতাল প্রশাসনের বিবেক দংশিত হয়নি। তাই কোনও প্রতিবাদকে তারা তোয়াক্কা করে না। আর তার কারণ সেই অসাধু চক্র যা প্রশাসন ও ক্ষমতা রাজনীতির মিলিত শক্তির অদৃশ্য রশ্মিতে কাজ করতে থাকে।

আজকে একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে একসময় রাজনীতির একাংশ দুর্নীতি ও গুন্ডাবাজদের নেপথ্যে ব্যবহার করত আর এখন ক্ষমতা রাজনীতি জুড়ে তার প্রকাশ্য রুচিহীন উন্মাদনা চেপে রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আজকের রাজনীতি মনে করে না। তাই রাজনীতির জনপ্রিয় নেতাদের বলতে শোনা যায় যে তাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। তবে সবাইকে নিয়ে চলতে গিয়ে তারা যাদের দিয়ে এই উন্মাদনা চালাচ্ছে, হয় তাদের কথায় রাজনীতি চলছে কিংবা রাজনীতির কথায় তারা চলছে। অথবা উভয়েই সমান্তরালভাবে চলছে যাতে ক্ষমতার স্বাদ পরস্পরের কাছে হীন হয়ে না যায়। রাজনীতি আদর্শের পথে না চললে তার আলো কমবে আর অন্ধকার বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। আজকের ক্ষমতা রাজনীতিতে সততার পথও বিপথগামী হয়ে পড়ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশের কবিতার লাইন বলে দেয় তার উত্তর–

‘অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ–পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই–প্রীতি নেই–
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

রাজনীতির এই পরিবেশে যতরকমের দুর্বৃত্তায়ন আছে তা বাড়বে বই কমবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে রাজনৈতিকভাবে দুর্বৃত্তে ভরে ওঠে সেখানে মানুষ গড়ার পরিবেশ আর থাকে না। এই পরিস্থিতিতে আজ গণতন্ত্রের সকল স্তম্ভও নিজেদের নিরপেক্ষতার প্রমাণ রাখার চরম দৃষ্টান্ত দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ভুয়ো, ভেজাল কিংবা জাল বিষয়ক চর্চা করতে গিয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন এই যে বর্তমান ব্যবস্থায় কোন পরিস্থিতিতেই দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেবল সাময়িক তার ছেদ ঘটতে পারে। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটাই গলদপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে একদিকে, আর একদিকে রাজনীতিতে নৈতিক চরিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতির জাল কেটে ফেলার চেষ্টা চললেও সেই জাল আবার বিস্তার লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক ছন্দ এই সমাজে।

ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভারতের যাত্রা

বিশেষ প্রতিনিধি

সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সম্মান ও সংরক্ষণে প্রতি বছর ১৮ এপ্রিল দিনটি বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই বছরের মূল ভাবনা হল “দুর্যোগ ও সংঘাতের বিপদের মধ্যে ঐতিহ্য : আইসিওএমওএস–এর ৬০ বছরের কর্মধারা থেকে প্রস্তুতি ও শিক্ষা।” বিশ্ব ঐতিহ্য কনভেনশন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, এটি ১৯৭২ সালে ইউনেসকো প্রণয়ন করে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশ গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক স্থানগুলি রক্ষার জন্য বিশ্ব ঐতিহ্য কনভেনশন গ্রহণ করেছে।

আমাদের ঐতিহ্য কেবল পাথর, লিপি অথবা ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরি নয়। মন্দিরের দেওয়ালের ফিসফাস, সুপ্রাচীন দুর্গের খোদাই, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা লোকসঙ্গীতের মধ্যে ঐতিহ্যের বাস। আমরা কী ছিলাম, কীসের জন্য আমরা বেঁচে রয়েছি, কীভাবে আমরা সব প্রতিবন্ধকতা সহ্য করতে পারছি– ঐতিহ্য আমাদের সেই গল্প বলে। এই সব কালজয়ী সম্পদ শুধু যে তারিফ করার জন্য নয়, এগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজনও রয়েছে – বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের কাজ করে ইউনেসকো। ইউনেসকোর সদস্য দেশগুলি ১৯৭২ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য কনভেনশন গ্রহণ করে। বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির যত্ন নিতে এবং এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন স্থানগুলি খুঁজে বের করতে দেশগুলিকে কী করতে হবে, তা এই চুক্তিতে বলা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারত এই কনভেনশনের অঙ্গ হয়। বর্তমানে ভারতে মোট ১,২২৩টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। এর মধ্যে ৯৫২টি সাংস্কৃতিক, ২৩১টি প্রাকৃতিক এবং ৪০টি মিশ্র। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিশ্বের ১৯৬টি দেশ এই কনভেনশন গ্রহণ করেছে।

ভারত বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় তার উপস্থিতি ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে অসমের ‘ময়দাম : আহম রাজবংশের ঢিপি–সমাধি ব্যবস্থা’–এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারতের ৪৩টি স্থান বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আরও ৬২টি স্থান ইউনেসকোর সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে। ১৯৮৩ সালে আগ্রা দুর্গ প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর ক্রমশ তাজমহল, অজন্তা ও ইলোরার গুহা প্রভৃতি তালিকায় স্থান পেয়েছে।

ভারত তার বিপুল সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় বেশকিছু অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলি দেশের কালজয়ী সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষায় সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ পুনরুদ্ধার : ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৭৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সরকার মোট ৬৫৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিদেশ থেকে উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে ৬৪২টি উদ্ধার করা হয়েছে ২০১৪ সালের পরে।

ঐতিহ্য দত্তক প্রকল্প : ২০১৭ সালে এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। ২০২৩ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ চালু হয়। এর আওতায় সরকারি ও বেসরকারি গোষ্ঠীগুলি তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ ঐতিহ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করে। এপর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের সঙ্গে বিভিন্ন অংশীদার সংগঠনের ২১টি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৬তম অধিবেশন : কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ ২০২৪ সালের ২১ থেকে ৩১ জুলাই হিন্দিতে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৬তম অধিবেশনের আয়োজন করে। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এতে ১৪০টিরও বেশি দেশের প্রায় ২,৯০০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভারতের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জাতীয় গুরুত্বের সৌধ নির্মাণ : ভারতে ৩,৬৯৭টি প্রাচীন স্মৃতিসৌধ ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান রয়েছে। এগুলি জাতীয় গুরুত্বের স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বির সর্বেক্ষণের। এই সব স্থানে যাতে যাতায়াতের পথ, বসার ব্যবস্থা ভিন্ন ভাবে সক্ষম দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, স্মারক বিপণী প্রভৃতি থাকে তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের ওপর নস্ত।

ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির পুনরুজ্জীবন ও পুনরুন্নয়ন: ভারতে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থানের পুনরুজ্জীবনের জন্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ করিডর, উজ্জয়নে মহাকাল লোক, গুয়াহাটিতে মা কামাখ্যা করিডর তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর পাশাপাশি পর্যটনের প্রসারে সহায়ক হয়েছে। চারধাম সড়ক প্রকল্প এই পবিত্র স্থানের যোগাযোগের উন্নতি ঘটিয়েছে। এছাড়া সোমনাথ ও কর্তারপুর করিডরের প্রকল্পগুলি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও ভক্তদের সুবিধা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

অবশ্যদ্রষ্টব্য পোর্টাল : ভারতের অবশ্যদ্রষ্টব্য স্মৃতিসৌধ ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলি তুলে ধরতে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ একটি পোর্টাল চালু করেছে। এখানে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ও ইউনেসকোর সম্ভাব্য তালিকা সহ প্রায় ১০০টি উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। এই স্থানগুলির ইতিহাস ও বিশদ তথ্য asimustsee.nic.in এই পোর্টালে পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ডিজিটাইজেশন : ২০০৭ সালে ন্যাশনাল মিশন অন মনুমেন্টস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ(এনএমএমএ) স্থাপন করা হয়েছে। এর কাজ হল ভারতের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন নিদর্শন ও স্থানগুলির যাবতীয় তথ্য ডিজিটাইজ করা। এপর্যন্ত ১২.৩ লক্ষ প্রাচীন নিদর্শন এবং ১১,৪০৬টি ঐতিহ্যবাহী স্থানের তথ্য নথিবদ্ধ করা হয়েছে। ২০২৪–২৫ সালে এই মিশনের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা : ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর সরকার অহমিয়া, মারাঠি, পালি, প্রাকৃত এবং বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। এর ফলে, ধ্রুপদী ভাষার সংখ্যা বেড়ে হল ১১। এই উদ্যোগ বৈচিত্রপূর্ণ সুপ্রাচীন ভাষাগত ঐতিহ্য রক্ষায় ভারতের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

ভারতের প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষামূলক যাদুঘর : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি ভাদনগরে প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষামূলক যাদুঘরের উদ্বোধন করেছেন। ১২,৫০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা এই যাদুঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২৯৮ কোটি টাকা। এখানে ৫ হাজারেরও বেশি শিল্পকর্মের মাধ্যমে ভাদনগরের আড়াই হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

হুমায়ুনের সমাধি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান যাদুঘর : ২০২৪ সালের ২৯ জুলাই দিল্লিতে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হুমায়ুনের সমাধিতে ১০ হাজার বর্গফুটের এক অত্যাধুনিক যাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে সেখানকার সমৃদ্ধ ইতিহাস, স্থাপত্য ও সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে।

এমওডাব্লুসিএপি রেজিস্টারে ভারতের সাহিত্যগত মাইলফলক : এক ঐতিহাসিক উদ্যোগে ভারতের তিনটি সাহিত্য সম্পদ রামচরিতমানস, পঞ্চতন্ত্র এবং সহৃদয়লোকালোচনা ২০২৪ সালের এশিয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিশ্ব কমিটির (এমওডাব্লুসিএপি) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১৮ মে মঙ্গোলিয়ায় এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে, ভারতের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করলো।

বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঐতিহ্য রক্ষা এক যৌথ দায়িত্ব। সুপ্রাচীন সৌধ থেকে শুরু করে কালজয়ী সাহিত্য ভারত তার সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগ আমাদের শিক্ষা দেবে, প্রাণিত করবে এবং আগামী প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে।

দেশ দেশান্তরে

শান্তিরক্ষা মিশনে অর্থ বন্ধের প্রস্তাব

সুমন্ত ভৌমিক

আসন্ন অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য যে তহবিল বরাদ্দ বিবেচনা করা হচ্ছে, সেখান থেকেই শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য অর্থ বাতিল করার প্রস্তাব করেছে অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট। জাতিসংঘে সবচেয়ে বেশি অর্থ দেয় ওয়াশিংটন, তারপরই আছে চীন। এই প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের ‘পাসব্যাক’—এর অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনতে এই পরিকল্পনা। জাতিসংঘের নিয়মিত মূল বাজেট ৩৭০ কোটি মার্কিন ডলার। এ অর্থের ২২ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আর শান্তিরক্ষায় ৫৬০ কোটি ডলারের বাজেটের ২৭ শতাংশ দেয় ওয়াশিংটন। তবে নতুন বাজেট আগে অবশ্যই মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদন পেতে হবে এবং ট্রাম্প প্রশাসন বাজেট কাটছাঁটের যে প্রস্তাব রেখেছে তার কিছু অংশ বা পুরোটাই ফেরত আনতে পারেন আইনপ্রণেতারা। অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট প্রস্তাব নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টমি ব্রুস বলেন, কোন চূড়ান্ত পরিকল্পনা, চূড়ান্ত বাজেট এখনো হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদেও কূটনৈতিক এবং সহায়তা বাজেটের এক–তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাম্পের সেই প্রস্তাব অনুমোদন পায়নি। কংগ্রেস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ঠিক করে দেওয়া হয়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাজেটের তহবিল দিয়ে মালি, লেবানন, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, দক্ষিণ সুদান, সাহারার পশ্চিমাঞ্চল, সাইপ্রাস, কসোভো, সিরিয়া ও ইসরায়েলের দখল করা গোলান মালভূমির মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণ সুদান ও সুদান দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত প্রশাসনিক অঞ্চলে ৯টি শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালিত হয়। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। কারণ এটিকে ফাঁস হওয়া নথি হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং এটা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভেতর বিতর্ক হবে। বকেয়া ও চলতি অর্থবছর মিলিয়ে জাতিসংঘ এখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের নিয়মিত মূল বাজেটের জন্য প্রায় ১৫০ কোটি ডলার এবং শান্তিরক্ষার জন্য প্রায় ১২০ কোটি ডলার পায়।

পাসব্যাকের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, পাসব্যাক সিআইপির জন্য তহবিল রাখেনি। শান্তিরক্ষা মিশনের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা ও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উচ্চ স্তরের মূল্যায়নের কারণে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য সহায়তা বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছে। বকেয়া পরিশোধে একটি দেশকে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ না করলে দেশটি ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদে ভোট দেওয

ছাতনায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : ৮ এপ্রিল ছাতনা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হল ছাতনা অডিটরিয়াম হলে। ছাতনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে ১২০ জন সাধারণ মানুষ নিজের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা করান। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে পরিষেবা পেয়ে খুশি স্থানীয় সাধারণ মানুষ।

৩ কালীর নৃত্য

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : পহেলা বৈশাখের রাতে সাগরদ্বীপের কশতলা শিবালয় মন্দিরে শিবের পূজা শেষে ভোররাতে মন্দির চত্বরে শুরু হয় ৩ কালী নৃত্য শ্যামা কালী, রক্ষাকালী, চতুর্ভুজা কালী। সূর্য ওঠার আগে এই কালির নৃত্য শেষ হয়। চড়ক মেলা উপলক্ষে মূলত গ্রামের পুরুষরা কালি দাসী এবং শিব সেজে থাকে। বছরের শেষে এই মন্দিরের সন্ন্যাসীরা কপিলমুনির আশ্রমের সামনে সমুদ্র থেকে জল নিয়ে প্রায় ৩২ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে বাবার মাথায় ঢালে। পহেলা বৈশাখের দিন সন্ধ্যাকালীন সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ ও কয়েক কুইন্টাল বাতাসা হরিলুট করা হয়।

উত্তরের আঙিনায়

গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ এপ্রিল শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরে মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন চড়ক ব্রতীরা, অভিযোগ সেখানেই তাদের উপর ঢিল ছোড়া সহ ভাঙচুর করা হয় বাড়িঘর। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের সাহায্যে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় তিন যুবকের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি গতকাল বিজেপির তরফে শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও করা হয়। সে ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই জ্যোতিনগরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক অশান্তি হয়। বেশ কিছু বাড়িঘর, টোটো ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কমিশনার সি সুধাকর সহ শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। কমিশনার সাধারণ মানুষকে গুজব না ছড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

সিকিমে তুষারপাত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গরমে যখন নাজেহাল পরিস্থিতি সমতলে সেই সময় উত্তর সিকিমের ছাঙ্গু লেক–এ অসময় তুষারপাত পেয়ে খুশি পর্যটকরা। তুষারপাত দেখতে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। নববর্ষের ফেস্টিভ মুডে পাহাড়ে ভিড় জমিয়েছেন অনেকেই, তারই মাঝে পর্যটকদের মন জয় করছে অকাল তুষারপাত।

হিটস্ট্রোক থেকে সতর্ক থাকুন

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

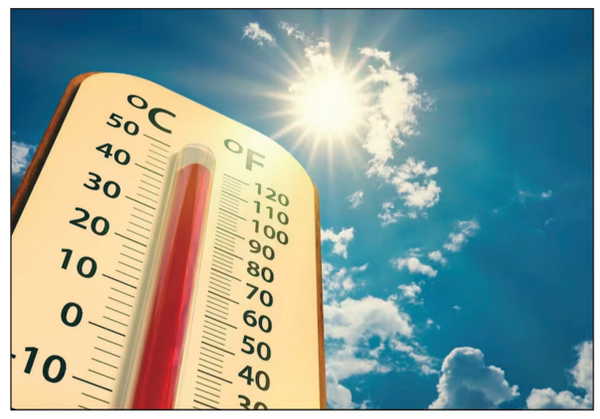

ক্ষণস্থায়ী বসন্তের পর এবার আবির্ভূত হয়েছে এপ্রিল মাস। গ্রীষ্মের দাপাদাপির ভয়ে আতঙ্কিত বাঙালি তথা গোটা ভারতবাসী। পরিসংখ্যান বলছে ২০২৪–এর এপ্রিল ও মে মাস মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গে টানা ২২ দিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি ছিল। ২০২৪ এর মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত ভারতের ১৭টি রাজ্যে হিটস্ট্রোকে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪২০০০। সরকারি হিসাব অনুযায়ী গত বছর প্রায় ৩৬০ জন তাপপ্রবাহে প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও বেসরকারি মতে হিটস্ট্রোকে ২০২৪–এ মৃতের সংখ্যা ৭৩৩। গড় তাপমাত্রা প্রতিবছরই আগের বছরের তুলনায় বেড়ে যাচ্ছে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বায়ুদূষণ।

এবারও গত কয়েক বছরের মতো এপ্রিল মাসের গরমে যেরকম ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব–কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। অত্যাধিক জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এবং একইসাথে মাত্রাতিরিক্ত এয়ারকন্ডিশনিং এবং রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়ার ফলে নির্গত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস, শিল্পায়ন, নগরায়ন বিশ্ব উষ্ণায়নের সমস্যাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে আজ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর প্রধানত দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাকেই হিট ওয়েভ ঘোষণা করার প্রধান ফ্যাক্টর হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। যে সকল স্থানের সাধারণ গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে থাকে সেই সব স্থানের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যখন ৫ডিগ্রি থেকে ৬ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি হয়ে যায় তখন তাকে মর্ডারেট হিট ওয়েভ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদি ৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে ওঠে তখন তাকে সিভিয়ার হিট ওয়েভ হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে যখন কোনস্থানে পরপর দুদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রির উপরে উঠে থাকে তখন তাকে হিট ওয়েভ হিসাবে গণ্য করা হয়।

যেহেতু প্রচণ্ড গরমে আমাদের শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সঠিকভাবে কাজ করে না তাই তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দেহের তাপমাত্রা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেতে পারে, পেশিতে ক্রাম্প, প্রচণ্ড তেষ্টা পাওয়া, দুর্বল, মাথা ঝিমঝিম করা, বমি ভাব, মাথা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে অসুস্থকে শীতল জায়গা এবং ছায়ায় নিয়ে চলুন। জল এবং ওআরএস জলে গুলে পান করান। সারা দেহে ও মাথায় জল ঢালুন ও বাতাস করুন।

অন্যান্য উপসর্গ দেখলে বা রোগী অচেতন হয়ে থাকলে অবিলম্বে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।

গরম থেকে বাঁচতে কি করা উচিত?

✱জরুরী কাজ না থাকলে রোদের তীব্রতা যখন বেশি থাকে সেই সময় অর্থাৎ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে অবধি বাইরে বের হবেন না। সর্বদা ছায়ায় থাকার চেষ্টা করুন। ছাতা বা হ্যাট ব্যবহার করুন।

◆চড়া রোদে বেশি কায়িক পরিশ্রম করবেন না।

◆ঠান্ডা জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ক্যানড ড্রিঙ্কস পান করবেন না।

◆সিগারেট বিড়ি মদ এড়িয়ে চলুন।

◆ফাস্টফুড অতিরিক্ত মশলার খাবার এড়িয়ে চলুন।

◆পরিবেশ বাঁচাতে এসি ব্যবহার যথাসম্ভব কম করুন, এসি ঘর থেকে নন এসি ঘরে গেলে নাকে কাপড় চাপা দিন। বারবার ঘর পরিবর্তন করবেন না।

◆প্রচুর পরিমাণে জল, ওআরএস, ডাবের জল পান করুন। টক দই, লস্যি ইত্যাদি খেতে পারেন, শসা এবং তরমুজ জাতীয় ফল খান।

◆হালকা সুতির জামা ব্যবহার করুন, সিন্থেটিক পোশাক এড়িয়ে চলুন।

◆কসমেটিক ব্যবহার করবেন না অবশ্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার স্বাস্থ্যের উপরেই মাত্রা ছাড়া গরম ও বায়ুদূষণ ভয়াবহভাবে প্রভাব ফেলেছে। তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নগরায়ন ও যথেষ্ট পরিমাণে গাছ লাগানোর উপর জোর দিয়েছেন। তাদের মতে শোভা বর্ধনকারী গাছ নয়, যে গাছ সত্যি করে পরিবেশের উপকারে আসে সে সমস্ত গাছ লাগানোই অত্যন্ত জরুরি।

বিজেপির জেলা সভাপতির বাড়িতে পাথর বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ১৭ এপ্রিল গভীর রাতে যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি মনোরঞ্জন জোতদারের রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের চাঁদমারি এলাকাস্থিত বাড়িতে পাথর বৃষ্টি। অভিযোগ, অজ্ঞাত পরিচয়ের দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে তার বাড়ি লক্ষ্য করে একের পর এক পাথর ছুঁড়ে মারে। এই ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে ছিলেন মনোরঞ্জনবাবু, তার স্ত্রী এবং ছেলে। হঠাৎ এই হামলায় পুরো পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১টা নাগাদ আচমকাই প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। জানালার কাঁচ ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে একাধিক পাথর। এমনকী বেডরুম পর্যন্ত এসে পড়ে পাথর ও কাঁচের একাধিক টুকরো। ভাগ্যক্রমে সেই ঘরে কেউ না থাকায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। অন্তত দশটি পাথর ছোঁড়া হয়েছে তার বাড়ির উদ্দেশে।' ঘটনার পরই তিনি সোনারপুর থানায় ফোন করে পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানান। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মনোরঞ্জনবাবুর আশঙ্কা, এই হামলার পেছনে থাকতে পারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। যদিও কে বা কারা এই হামলা চালালো, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। তিনি বলেন, 'এটা নিছক দুষ্কৃতী হামলা না কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। আমরা পরিবার নিয়ে আতঙ্কে রয়েছি। দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।তবে এখন ও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি এই ঘটনায়।

গোবিন্দপুরের এ আই প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বর্তমানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবেতেই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার এআইয়ের দখল। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে খুব দ্রুততার সাথে। এই প্রযুক্তিকে পড়ুয়াদের সামনে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছে সোনারপুর থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুরের স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি। তাদের উদ্যোগে কলেজ ক্যাম্পাসে তৈরি করা হয়েছে এ্যামটেক ল্যাব। যেখানে শেখানো হচ্ছে কম সময়ে কি করে কার্টুন, একাধিক ফিচার সহ অন্যান্য কাজ করা যায়। এখানে কলেজ পড়ুয়ারা ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির ডিন অফ ইনোভেশন সন্দীপ দত্ত বলেন, 'ভবিষ্যতে এআই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও এর একটা গুরুত্ব তৈরি হচ্ছে। তাই আমাদের ইনস্টিউটের পক্ষ থেকে কলেজ পড়ুয়াদের পাশাপাশি স্কুলের পড়ুয়ারদেরও হাতেকলমে এই বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, যাতে তারা আগামীদিনে স্বনির্ভর হতে পারেন। এ ব্যাপারে সন্দীপ দত্তের সহকারী মৈনাক সিনহা বলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে এই প্রযুক্তি।

আকাশদর্শন : কালীঘাটে স্কাইওয়ার্কে হেটে মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
ছবি : অরুণ লোধ

তরল সোনার উৎস

প্রথম পাতার পর

এমনকী জাঁকজমক করে বাড়ি কিংবা বনের ভিতরে গিয়ে দেবীকে পূজো করা হয়। অনেক মৌলি আবার বাঘের মুখ বাঁধা মন্ত্র জানা গুনীণকে সাথে করে নিয়ে যায় জঙ্গলে। বনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগে পাঁচ পীর(মানিক পীর, দরিয়া পীর, সত্য পীর, গোরাচাঁদ পীর, কাউর পীর) এর নামে 'বদর বদর' ধ্বনি দিয়ে সকল দেব–দেবীর আশীর্বাদ নেন।

গভীর জঙ্গলে মধুর চাক কাটার সময় নদীতে স্নান করে ভিজে কাপড়ে কোন এক গাছের গোড়ায় গরাণ পাতার থালা তৈরি করে গুড়ের বাতাসা দিয়ে পূজো করেন। এরপর গুণীন জঙ্গল বেঁধে দেওয়ার পর শুরু হয় উড়ন্ত মৌমাছির গতি বিধি লক্ষ্য করে মৌচাক খোঁজার পালা। আবার পরস্পর সঙ্গীরা নিরাপদে আছে কি না তা জানান দিতে কিছুক্ষণ পর পর "ক–ক–ক" ধ্বনি শব্দে নিজেদের খেয়াল রাখেন একে অপরের। কোন প্রকার সাড়া–শব্দ না পাওয়া গেলেই ধরেই নেওয়া হয় যে, তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে কিংবা কোন বিপদে পড়েছে। বেগতিক বুঝে মুহূর্তে কাজ বন্ধ করে দেয় সকলেই। এলাকাটি খুবই বিপজ্জনক বোঝাতে সাথে থাকা লাল গামছা কোন এক গাছে বেঁধে চিহ্নিন্তকরণ করে দিয়ে ফিরে আসেন গ্রামে। আবার অনেক সময় সঙ্গীরা লাঠীসোঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাঘের উপর। দক্ষিণ রায়ের সাথে লড়াই করে সঙ্গীকে উদ্ধার করেও আনেন। এমন ঘটনার কথা শুনে অন্যান্য মৌলিরা সেইদিন মধু সংগ্রহের কাজ বন্ধ করে দেয়। নৌকায় ফিরে রাতেই বনদেবী ও দক্ষিণ রায়ের নামে বন্দনা করে সকল মৌলির মঙ্গল কামনা জানিয়ে গাছের পাতায় মধুর নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো করেন। পরদিন আবার শুরু হয় মধুর চাক খুঁজে মধু সংগ্রহ করা।

মানবিক উদ্যোগ

অসীম কুমার মিত্র: ৫ ও ৭ এপ্রিল হাওড়ার আমতার রামসদয় কলেজ পরিবার ও রামসদয় কলেজ এনএসএস ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সোমেশ্বর গ্রামে অনুষ্ঠিত হল ২ দিন ব্যাপী চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও ০–১০ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১০৩ জন সাধারণ মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং স্বাস্থ্য শিবিরেও প্রায় ৩৫ জন ০–১০ বছর বয়সী বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামসদয় কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র সাউ, রসায়ন বিভাগের প্রধান অমিত দাস ও বিভিন্ন অধ্যাপক–অধ্যাপিকাগণ ও রামসদয় কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিনিধিগণ, স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী সহ রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সদস্য ও সদস্যাগণ।

হামলার মুখে প্রাক্তন কাউন্সিলর

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর স্ত্রী পুতুল বিশ্বাস পাশের একটি পরিত্যক্ত জমিতে ময়লা ফেলতে গেলে প্রতিবেশী বাপি সরদার তার উপর চড়াও হয়। সেই সময় প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে, বিশ্বজিত বাবু যখন তার ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসছিলেন, তখন ফের হামলার শিকার হন তিনি। তার অভিযোগ, রাস্তায় তাকে আটকে রেখে মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে বাপি। ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত তার পুত্রের সামনেই ঘটে এই ঘটনা। স্থানীয়রা ছুটে এসে বিশ্বজিত বাবুকে উদ্ধার করেন এবং আরও বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও একাধিকবার বাপির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধে জড়িয়েছিলেন বিশ্বজিতবাবু। ব্যক্তিগত শত্রুতা, নাকি এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক হিংসার ছায়া, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিশ্বজিত বিশ্বাস ও তার পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনার পর প্রবল মানসিক চাপে রয়েছেন। এলাকায় নিরাপত্তা চেয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তারা। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

স্টেশন না ব্যস্ত বাজার

প্রথম পাতার পর

যায় তখন সেই ট্রেন থামে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। অথচ এই প্ল্যাটফর্মে কোন টিকিট কাউন্টার নেই। রেললাইন টপকে কোন সময় ফুটওভার ব্রিজ ধরে অথবা রেললাইন পারাপার করে নিত্যযাত্রীদের টিকিট কেটে এনে আবার ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসতে হয়। নিত্যযাত্রীদের দাবি অবিলম্বে রেল দপ্তর ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি টিকিট কাউন্টার করুক। এছাড়া ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি সুলভ শৌচাগার আছে যেটা কনট্রাক্টর প্রথায় চলে অর্থাৎ মানুষদের পয়সার বিনিময়ে শৌচ করতে হয়। ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সে অর্থে কোন শৌচাগার চোখে পরলো না। প্ল্যাটফর্মে যাত্রী সাধারণের জন্য কংক্রিটের বসার আসনগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক নিত্যযাত্রীকে দেখা গেল প্ল্যাটফর্মের উপরে মাটিতে বসে থাকতে। প্ল্যাটফর্মের মাথার দিকে একটি ফুটওভার ব্রিজ আছে কিন্তু সেই ফুটওভার ব্রিজে যত্রতত্র পানের পিক ফেলে নোংরা করা হয়েছে। ব্রিজের অবস্থাও ভালো নয় তারও সংস্কার প্রয়োজন আছে। প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র মাথার উপর শেডও নেই। এছাড়া প্ল্যাটফর্মে যত্রতত্র নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। ঠিকমতো প্রতিদিন প্ল্যাটফর্ম দুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না। এই প্রসঙ্গে সন্তোষপুর রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার শিবানী ভট্টাচার্যের মুখোমুখি হলে তিনি জানান, দেখুন এখানে বেশকিছু সমস্যা আছে সেগুলোর ব্যাপারে নিত্যযাত্রীরা যদি আমাদের অভিযোগ জমা দেন আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। এছাড়া তেমন কিছু করার নেই আমাদের। অবৈধ দোকান উচ্ছেদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত ১৩ এপ্রিল আমরা একটা অভিযান করেছিলাম। কিন্তু আরপিএফ থাকলে তো শুধু হবে না স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকেও সহযোগিতা করতে হবে। তাছাড়া এলাকার মানুষ যদি সচেতন না হন তাহলে বারে বারে এই ধরনের দুর্ঘটনার ঘটনা এখানে ঘটবে। তবে স্টেশন ম্যানেজার এটাও স্বীকার করেছেন যে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটা টিকিট কাউন্টার হলে নিত্যযাত্রীদের ভালো হয়। এই বিষয়টা তিনি ঊর্ধ্বতন রেল দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

শিক্ষক সঙ্কটে শিক্ষাকেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

চালু করা হয়েছিল। সেইসময় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে বিদ্যালয়হীন গ্রামে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং প্রতিটি পঞ্চায়েতে কমপক্ষে একটি করে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলে। জেলায় এমএসকে ৯৭টি এবং শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ৫৯০টি রয়েছে। ২০০৩ সালে এমএসকে শুরু হওয়ার সময় এলাকার শিক্ষিত চল্লিশোর্ধ্ব বেকার ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়।'জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, আগে এমএসকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ছিল। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে সেগুলি শিক্ষাদপ্তরের হাতে চলে এসেছে। তাহলে কি শিক্ষক অভাবে ধীরে ধীরে অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি?

দাবিতে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

প্রথম পাতার পর

পাওয়া যায় মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে। সেখানে প্রকৃত আদিবাসীরা নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়েও বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ অসংখ্য ভুয়ো শংসাপত্র ছেয়ে গিয়েছে বাজারে। এটা কি ভাবে সম্ভব? আমরা ১৪০০ ভুয়ো নামের তালিকা দিয়েছি। যাদের আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাতিল করতে হবে। এছাড়াও আমাদের দাবি অবিলম্বে সঠিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হোক। যাতে অন্যান্যরা আদিবাসী জাতির ভেক ধরে শংসাপত্র না পায়।'

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক নিরাঞ্জন সোরেন জানিয়েছেন, 'আমাদের নায্য দাবি মানা না হলে আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। কারণ আমরা আদিবাসী। আমাদের জাতিগত অধিকার রয়েছে।'

জঙ্গী যোগ, দায় কার

প্রথম পাতার পর

রাজনীতি চলতে থাকে তার সর্পিল গতিতে। যারা ধনে প্রাণে সর্বশান্ত হয় তাদের কেউ মনে রাখে না। ওয়াকফ নিয়ে এখন একটু ঢেউ উঠেছে, অচিরেই তা থিতিয়ে যাবে, শান্ত হয়ে যাবে দুপারের হৈ হট্টগোল।

ক্রমাগত এই রাজনৈতিক আঘাত সমাজে যে ক্ষত তৈরি হচ্ছে তা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক। শপথ নেওয়া জন প্রতিনিধিরা যেভাবে মৌলবাদের পাশে ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে গণতান্ত্রিক বাতাবরণকে কলুষিত করে তুলেছেন তাঁদের ঠেকাবে কে? কোথায় নির্বাচন কমিশন, কোথায় স্পিকার, কোথায় আদালত!

এরই সুযোগ নেয় বৈদেশিক জঙ্গীরা। এভাবেই ঘটেছে ২৬/১১–র তাজ হামলা, সংসদ হানা, বিমান ছিনতাই। এবার ওয়াকফ, এরপর হয়তো আসবে আরো একটা অজুহাত। প্রাণ যাবে, সম্পদ পুড়বে, জঙ্গী দমন গর্বে গর্বিত হবে রাষ্ট্র।

বারাসাতে হনুমান জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ এপ্রিল বারাসাতে বজরং দলের আহ্বানে পবিত্র হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার বারাসাত শেঠপুকুর থেকে শুরু করে বারাসাত স্টেডিয়াম, ডাকবাংলো মোড়– কলোনি মোড় হয়ে চাঁপাডালি মোড়ে এসে সমাপ্ত হয়। বজরংবলীর মূর্তি নিয়ে সাধু–সন্ত সহ মায়েদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা হিন্দু সংগঠক সজল দাস, শিক্ষক দীপ্ত কুমার লস্কর জানান, 'এবছর রাম নবমীর শোভাযাত্রায় যে অভূতপূর্ব সনাতনী সমাগম ঘটেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আজকের শোভাযাত্রায়ও অগণিত হিন্দু স্বতঃস্ফূর্তভাবে পা মিলিয়েছেন।' আসলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও যেভাবে আক্রান্ত, লুণ্ঠিত হচ্ছে, তার কারণেই আপামর হিন্দু সমাজ এইভাবে নিজেদের উদ্যোগেই জোটবদ্ধ হচ্ছে এবং অস্তিত্ব রক্ষায় এটাই একমাত্র পথ বলেই তারা উল্লেখ করেছেন।

ওষুধের মান নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলার

প্রথম পাতার পর

সংগঠনের বসিরহাট শাখার তরফে বসিরহাট জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার বক্তৃতা ও লিফলেট বিলির মাধ্যমে পথ চলতি মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। তাদের দাবি, ভেজাল ওষুধ ঠেকাতে ও ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সমস্ত ওষুধের উপর কিউআর কোড মুদ্রণ করে হোক। ওষুধের উপর থেকে জিএসটি সহ সমস্ত কর প্রত্যাহার করার দাবিও জানিয়েছে তারা। সংগঠনের বসিরহাট শাখার সম্পাদক প্রকাশ দে বলেন, 'জাল ওষুধ এড়াতে সঠিক মূল্যে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কেমিস্ট রিটেইলারের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। ওষুধের উপর ছাড় খুঁজতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি ডেকে আনা উচিত নয়।' বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশান(বিসিডিএ) বাজারে ছড়িয়ে পড়া জাল ওষুধ রুখতে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কার্যকারী পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি এই সংগঠন সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে বড় বড় শতাংশে ছাড়ের প্রলোভন দেখিয়ে জাল ওষুধ কারবারিরা সাধারণ মানুষকে প্রতারণার শিকার করছে বলেও অভিযোগ তুলেছে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

শিশু মৃত্যু, তদন্ত বৈঠক ৯দিন পর

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ এপ্রিল কাটোয়া শহরের পানুহাট পূর্বপাড়ার বাসিন্দা কেয়া চক্রবর্তী স্থানীয় একটি নার্সিং হোমে এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন কিন্তু, অসুস্থতাজনিত কারণে পুত্রসন্তানটিকে ৬ মে গভীর রাতে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের অত্যাধুনিক সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে(এসএনসিইউ) ভরতি করা হয়েছিল। সেখানেই পরদিন বিকেলে পরিবারটিকে হাসপাতালের তরফে ওই সদ্যোজাতের মৃত্যুর কথা জানানো হয়। এই ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতিকে দায়ী করে সেদিন হাসপাতালে কর্তব্যরত ৩ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের আঙুল তোলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি। কেয়া চক্রবর্তীর স্বামী অনয় চৌধুরী তাঁর সদ্যোজাতের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় যথাযথ তদন্ত সহ উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কাটোয়া হাসপাতালের সুপারের কাছে এবং কাটোয়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন। অথচ অভিযোগের ১০ দিনের মাথায় ১৬ মে বুধবার বিকেলে বৈঠকে বসল হাসপাতালের তদন্ত কমিটি। কাটোয়া হাসপাতালের অধীক্ষক ডাঃ বিপ্লব মণ্ডলের উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। সেই বৈঠকের খবর পেয়ে কাটোয়া হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পরিজনেরা। এদিনও তারা হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে দেখা করেন এবং তদন্তের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চান। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই জল অনেকদূর গড়িয়েছে, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সহ সিএমওএইচ পর্যন্ত রিপোর্ট করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি এই ঘটনার যথাযথ তদন্তের দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে তারা সদ্য

বিদ্যুৎস্তম্ভ মুড়বে সেলুটেপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আসন্ন বর্ষায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে নিহত বা আহত হওয়ার মতো ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য কলকাতা পৌর এলাকার প্রতিটি বিদ্যুৎ স্তম্ভকে চাওড়া সেলুটেপের সিট দিয়ে ঠেকে দেওয়া হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার বিদ্যুতায়ন ও আলোকায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি জানিয়েছেন, কলকাতা পৌর এলাকার গলি থেকে রাজপথ সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে কমবেশি ৩ লক্ষ লোহার বিদ্যুৎ স্তম্ভ রয়েছে। কিন্তু বর্ষার জমা জলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেজন্যই আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে শহরের সমস্ত বিদ্যুৎস্তম্ভ চওড়া সেলুটেপ শিট দিয়ে গোড়া থেকে ৭ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত মুড়ে দেওয়া হবে। সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যুস্তম্ভের গায়ে বিপজ্জনক চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া হবে। বিদ্যুৎস্তম্ভের সঙ্গে বা পাশে কোনও বিদ্যুতের তার খোলা অবস্থায় ঝুলে থাকলে তাতে ব্ল্যাকটেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। আসন্ন বর্ষার জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুর্ঘটনা যাতে না দিতে আগাম বিবিধ ব্যবস্থাপনা নেওয়া হচ্ছে।

ছবি : প্রীতম দাস

ঝুলে থাকা কেবল তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতা বড়বাজারের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে যেমন বসাক স্ট্রিট, স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিট, কটন স্ট্রিটের মতো অন্যান্য রাস্তায় বৈদ্যুতিক তার বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনের উৎসবের মরশুমে বড় গাড়ি নিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যে কোনও দিন বড় দুর্ঘটনা বা বিপদ ঘটতে পারে। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে? এগুলি কোন দপ্তরে তার আছে? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বিদ্যুতায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সী বলেন, 'বড়বাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক তারগুলির কোনওটাই কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন দপ্তর নয়। এগুলি ডাটা কেবল, কেবল্ টিভি আর অপটিক কেবলের অন্তর্গত। কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে 'ডেড কেবলগুলি কেটে ফেলা হয়েছে। আর 'লাইফ কেবলগুলি মাটির নীচ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

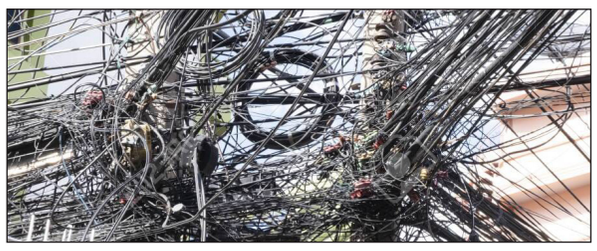

কলকাতার বুকে হকার উচ্ছেদ নয়, চাই হকারদের সঠিক পুনর্বাসন – এই দাবিতে ১৬ এপ্রিল 'হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি'র(প.ব.) ডাকে সমাবেশ কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবন সংলগ্ন রাস্তায়। ছবি : বরুণ মণ্ডল

অবৈতনিক সাহায্যে সরেজমিন পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত কয়েক বছর ধরে দরিদ্র মানুষগুলোর হাতে গ্র্যাচিউয়িটাস রিলিফের ১,৪৪০ টাকা দেওয়া হয়নি। ভেরিফিকেশনের জন্য তাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি জমা নেওয়া হয়েছিল। চলতি ২০২৫ সালে এই অবৈতনিক সাহায্যের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কলকাতা পৌরসংস্থা কী পরিকল্পনা করছে?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা সমাজকল্যাণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এবিষয়ে রাজ্যের ত্রাণ দপ্তর থেকে বারংবার বলা হচ্ছিল পরিষেবা প্রাপকদের রেশন কার্ড বা আধার কার্ড আছে কি না? আমরা রেশন কার্ড বা আধার কার্ডের সমস্ত লিপি তাদের কাছে তুলে দিয়েছি। ওই দপ্তর থেকে একটা সার্কুলার(নম্বর: ১৫১১/৩/২৫) পাঠিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে 'ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন' করতে হবে। ১৪৪টি ওয়ার্ডের সকল জিআর প্রাপকদের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে তবেই জিআরের টাকা পাওয়া যাবে। ততদিন জিআরের টাকা স্থগিত থাকছে।' তবে মহানাগরিক জানিয়েছেন, 'দ্রুততার সঙ্গে সকলের সার্ভে করানো হবে। রাজ্যের ত্রাণ বণ্টন মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খানের সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা বলবেন।'

নির্মাণ সামগ্রি বাড়াচ্ছে বিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে কলকাতা শহরে কিন্তু বিপদে পড়ছে পথ চলতি মানুষ এবং বাইক আরোহীরা। রাস্তা দখল করে নিচ্ছে বালি ও অন্যান্য নিমাণ সামগ্রি। গাড়ি চালাতে অসুবিধা হচ্ছে তাই পথ চলতি মানুষ পড়ছে বিপদে। বালিতে পিছলে পড়ছে বাইক, আহত হচ্ছে আরোহীরা। তারা বলছেন, 'এভাবে অর্ধেক রাস্তা যদি দখল করে রাখা হয় তাহলে গাড়ি চালানো দিন দিন দুষ্কর হয়ে পড়বে। কলকাতার কোথাও কোথাও অর্ধেক রাস্তায় পাকিং বাকি অর্ধেকে নির্মাণ সামগ্রি পড়ে রয়েছে। অবাক করা বিষয় সবকিছু দেখেও নির্বিকার পৌরসভা থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রতিনিধিরা।'

এমনভাবেই ক্ষোভ উগড়ে দেয় এলাকাবাসী থেকে শুরু করে অন্যান্যরাও। রাস্তার উপর নির্মাণ সামগ্রির জন্য বাড়ছে পথ দুর্ঘটনাও। অবিলম্বে পুরসভার দৃষ্টি আর্কষণ করে নিস্তার পেতে চাইছে এলাকাবাসী।

কলকাতায় বাতাসের মান নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কলকাতার বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র ধূলিকণার 'বিষক্রিয়ার মান' বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৫ মাইক্রো মিটার বা তার চেয়েও ছোট ব্যাসার্ধের ধূলিকণা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষের বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এই ধরনের ধূলিকণার কারণে হৃদরোগ সহ বিভিন্ন ধরনের শ্বাসকষ্টের শিকার হচ্ছেন শহরবাসী।

বায়ু দূষণের মোকাবিলায় ভারত সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৯ সালে চালু করা হয়েছে ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার কর্মসূচি (এনসিএপি)। এর মাধ্যমে ২০২৬ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র ধূলিকণার পরিমাণ ৪০ শতাংশ

কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন সংস্থা বোস ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে এই অতিক্ষুদ্র ধূলিকণার দূষণ নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়েছে। অধ্যাপক অভিজিৎ চ্যাটার্জি এবং তাঁর অধীনে শিক্ষারত ২ প্রাক্তন পিএইচডি পড়ুয়া ড. অভিনন্দন ঘোষ ও ড. মনামি দত্ত এক সমীক্ষায় বায়ু দূষণের মাত্রা চিহ্নিত করেছেন।

তাঁদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পিএম ২.৫ হঠাৎ-ই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা প্রায় ১৩০ জিএম-৩এ পৌঁছে গিয়েছে। তাঁরা দেখেছেন, দূষণমুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে দূষণেরমাত্রা কমানো সম্ভব হয়েছে, রাস্তার ধূলিকণা, বাড়ি ভেঙে ফেলা বা নির্মাণের ফলে সৃষ্ট ধূলিকণা, গাড়ির ধোঁয়া নির্গমন, শিল্প দূষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দূষণ কমানো অনেকটাই সম্ভব হয়েছে।

কলকাতা পুরসভার দূষণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'আমি পুরোপুরি মানতে পারছি না আমাদের কলকাতা অনেকটাই ভালো জায়গায় আছে অন্যান্য শহরের তুলনায়। আমরা আরও পদক্ষেপ নিচ্ছি দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য। ভবিষ্যতে আমরা আরও ভালোভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করেছি।

বার্তা

দুর্দশা : দমদম মেট্রো স্টেশনে টিকিট কাউন্টার থাকা সত্ত্বেও নেই পরিসেবা দেওয়ার লোক। তাই বন্ধ। বিপাকে যাত্রীরা। ছবি : সুমন সরদার

ঘনিয়ে এল : মরসুমের প্রথম কালবৈশাখী কলকাতায়। ছবি : রূপম মিত্র

বিপজ্জনক : বিষ্ণুপুরের নিবারণ দত্ত রোডের ওপরে বিদ্যানগর কলেজের সামনে বিপজ্জনক অবস্থায় খোলা ইলেক্ট্রিক বক্স। বিদ্যুৎ দপ্তর নির্বিকার।

ছবি : অরুণ লোধ

জুলুম : শংকরপুর-তাজপুর বাইপাস সংলগ্ন রাস্তায় নানা রঙের চাঁদার বিল বই নিয়ে দলবদ্ধ হুজ্জুতি বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। চলার পথে হঠাৎ হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চলছে কালেকশন, ১০ টাকা দিলে মিলছে ২০ টাকার রশিদ। আবার কোথাও টাকা নেওয়ার তাড়ায় মিলছে খালি রশিদ। ছবিটি তাজপুর মেরিন ড্রাইভের কাছে। ছবি : অভিজিৎ কর

যানজট বিতর্কে জেরবার ঐতিহাসিক হরিসাহার হাট

বরুণ মণ্ডল : উত্তর কলকাতার 'হরিসাহার হাট একটি বহু পুরনো ব্যবসাকেন্দ্র। লক্ষাধিক মানুষের রুজিরোজগারের বড়ো পন্থা। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার রাত ৮ টা থেকে যে হাট বসে আর সেটা পরের দিন বুধবার ও রবিবার সকাল ১০ টা পর্যন্ত চলে। ফলে সপ্তাহে ওই ২ রাত ও ২দিন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও খান্না মোড় এলাকার সমস্ত রাস্তা– অলিগলি–তস্য গলিতে যান চলাচল একরকম প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

কলকাতা পৌরসংস্থার স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের এই হাট সংক্রান্ত প্রস্তাব হল, যে বাড়িকে কেন্দ্র করে 'হরিসাহার হাট বসে তার আশেপাশের চিহ্নিত রাস্তায় হাট বসুক, ব্যবসা বাণিজ্য হোক। কিন্তু ওই দিন দুটিতে যানবাহন কীভাবে চলবে, তার সঠিক নির্দেশিকা হাট অঞ্চলে লাগিয়ে দেওয়া হোক। ফলে আরজিকরগামী, কলকাতা রেল স্টেশনগামী গাড়ি সঙ্গে স্থানীয় এলাকার মানুষ কীভাবে পথে যাতায়াত করবে, তার একটি সঠিক দিশা তৈরি করে, তা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। স্থানীয় এলাকাবাসী নিজ গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার রাস্তা নির্দিষ্ট থাকুক।

কলকাতা পৌরসংস্থার উত্তর কলকাতার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি স্থানীয় বিধায়ক অতীন ঘোষ 'হরিসাহার হাট সম্পর্কে বলেন, 'হরিসাহার হাটটি আমার ১১ ওয়ার্ডের অন্তর্গত। আমরা শৈশব থেকে দেখে আসছি, ওখানে কোনও দিনই ফুটপাথ ছাড়া রাস্তায় হকার বসে না। ওখানে সোমবার কাপড়ের হাট বসে। আর মঙ্গল ও শনিবার যে অস্থায়ী হাট বসে তা এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম হাট। রাত্রি ১২ থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত হোলসেল মার্কেট চলে, আর তারপর ভোর ৫ থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত খুচরো বিক্রি হয়। আসলে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনযাত্রার চাহিদা কনজিউমার প্রোডাক্টের অতিরিক্ত চাহিদার ফলে অতিরিক্ত রোজকার করতে চাইছে। তাতেই কেউ ফুটপাথে বসে পড়ছে। রাস্তায় ব্ল্যাকটপের ওপর বসে পড়ছে। ফলে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। হরিসাহার মার্কেটের আশেপাশে দিয়ে মঙ্গলবার ও শনিবার রাতে গাড়ি চালানো একটা 'যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশ এটার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে। স্থানীয় যুবকরা রাস্তার ওপর ডালা পেতে ব্যবসা করছে। স্থানীয় যুবকরা রাস্তায় ব্যবসা করার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা যন্ত্রণার সীমা অতিক্রম করেছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ বলা হোক। চিঠিতে লেখা হোক যেখান দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করে, সেখানে ডালা বসানো বন্ধ করতে হবে। ব্ল্যাকটপে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ। সর্বদিনে সর্বক্ষণ। যাতে মানুষজন যাতায়াত করতে পারে। ওখান দিয়ে যাতায়াতকারীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। মঙ্গল ও শনিবার রাতে ওখানের ৫০ মিটার রাস্তা পেরোতে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় লাগে। আমি শ্যামবাজারের গৌরী বাড়ি অঞ্চলের নলিন সরকার স্ট্রিটে থাকি। মঙ্গল ও শনিবার রাতে ওখান দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবো না। তাই আমাদের বিধান সরণি ধরে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করতে হয়।

যাওয়া আসার পথে পথে

বারুদ ও রবির আলোয় ঘুচে গেল তারাপীঠের মহাশ্মশানের অমানিশা

কুনাল মালিক

প্রতি অমাবস্যাতেই তারাপীঠের মহাশ্মশান আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে গত চৈত্র অমাবস্যায় উপস্থিত হয়েছিলাম তারাপীঠ মহাশ্মশানে। সিঁড়ি দিয়ে মহাশ্মশানে নেমে যেখানে মায়ের পাদপদ্ম আছে, যেখানে বামদেবের সমাধি মন্দির আছে, ওই জায়গায় নিচে একটা চাতাল মত আছে। সবে রাত ৭:৪৫। পাদপদ্ম মন্দিরে লাইন পড়েছে ভক্তজনের। শ্মশান জুড়ে হচ্ছে রাত জেগে যজ্ঞের জন্য প্রস্তুতির। প্রতিদিনকার মতো এই শ্মশানের চাতালে বাউল শিল্পীরা ঢাক-বাদ্য নিয়ে জড়ো হয়েছে। আলো-আঁধারির খেলায় অদ্ভুত এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে শ্মশান জুড়ে। এক বাউল শিল্পী গান ধরলেন, 'আমি বড়ই দুঃখী মা আমায় পার করো না।' ধীরে ধীরে বাউল শিল্পীদের ঘিরে ধরল ভক্তজনেরা। কেউ কেউ চিৎকার করে উঠে বলল 'জয় তারা...।' আমি চুপচাপ ওই বাউল দলের পিছনে নিবিষ্ট মনে বসে ছিলাম। অদ্ভুত এক শান্তি পাই এই শ্মশানে এসে। মনে হয় এ তো আমার নিজেরই ঘর। চোখে পড়ল ওই চাতালে একটা বাচ্চা কালো কুকুরকে নিয়ে খেলা করছে ৪-৫ বছরের এক শিশু। কখনো কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কখনো কুকুরটিকে চুমু খাচ্ছে।

বেশ লাগছিল এই দৃশ্য। হঠাৎ কুকুরটিকে নিয়ে আমার কাছে ছেলেটি এসে বলল, কাকু, মিষ্টি খাব পয়সা দেবে। আমি বললাম কি মিষ্টি খাবি? ছেলেটি বলল, পেঁড়া খাব। আমি পকেট থেকে ২০ টাকা বের করে দিলাম আর বললাম, তুই ১৫ টাকার মিষ্টি খাস আর ৫ টাকা দিয়ে কুকুরটার জন্য ১ প্যাকেট বিস্কুট কিনে আন। ছেলেটি তখন বলল, ঠিক আছে তুমি এই কুকুরটাকে একটু দেখো তোমার কোলে ঘুমাক আমি এক্ষুনি গিয়ে মিষ্টি খেয়ে বিস্কুট নিয়ে আসছি। হঠাৎই ছেলেটি ওই কালো কুকুরটিকে আমার কোলের উপরে শুইয়ে দিল, কুকুরটাও বেশ আরাম করে আমার পাঞ্জাবির মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পর ছেলেটি এলো হাতে একটি বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে। আমি বললাম, ঠিক আছে তুই এবার কুকুরটাকে বিস্কুটটা খাইয়ে দে। ছেলেটি যত্ন করে কুকুরটিকে বিস্কুটটা খাইয়েও দিল। আমি বললাম তা তোর নাম কি? ছেলেটি বলল, নাম বারুদ চৌধুরী। থাকিস কোথা? আমি ফুলিরডাঙ্গা থাকি। যদিও ছেলেটি যে নামটা বলল সেটা অপভ্রংশ, জায়গাটির নাম হবে ফুল ডুংরি। যাইহোক, আমি বললাম তা তুই কি করিস? কেন আমি তো সকালে চলে আসি সারাদিন শ্মশানে ভিক্ষা করি তারপরে ফিরে যাই। তোর বাড়িতে কে কে আছে? ছেলেটি বলল তার বাড়িতে মা এবং তার দিদি আছে। আমি বললাম বাবা নেই? ছেলেটি বলল, না বাবা অন্য একজনকে বিয়ে করে নিয়েছে। আমি বললাম তা বাড়ি যাবি কখন? ছেলেটি বলল কি করে যাব এখনো তো ৫০০ টাকা ইনকামই হয়নি। তুমি একবার মোবাইলের আলোটা জ্বালোতো। দেখি ছেলেটি পকেট থেকে ২টো ১০০ টাকার নোট একটা ৫০ টাকার আর কিছু খুচরো পয়সা ওই চাতাল এর উপরে রাখল। আমি মোবাইলের টর্চের আলোটা দিলাম। ছেলেটি গুণে বলল, কাকু ২৫৮ টাকার মতো হয়েছে। আমি বললাম তোর মা দিদি এখন কোথায়? ছেলেটি বলল, ওই তো তারা মায়ের মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির নিচে ভিক্ষে করছে। আমি আজকে সারারাত শ্মশানেই থেকে যাব ৫০০ টাকা করে তবেই বাড়ি যাবো। আমি বললাম তুই স্কুলে যাস না? ছেলেটি বলল, কী করে যাব স্কুলে গেলে কি আমার সংসার চলবে! এই ভিক্ষের টাকা দিয়েই তো ঘর ভাড়া, চাল কেনা তরিতরকারি কেনা সবই করতে হয়। ছেলেটির কথাগুলো শুনে মুডটা খুব অফ হয়ে গেল। একে অমাবস্যার রাত। তারাপীঠে আসি অক্সিজেন নিতে। ছেলেটির কথা শুনে আবার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। আমি বললাম, ঠিক আছে তুই আমার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে তুই যে কাজটা করছিস কর আমি এখানে একটু বসলাম। সে বলল ঠিক আছে, কুকুরটাকে একটু দেখো ওর ভাইটাকে কলকাতার এক লোক নিয়ে চলে গেছে। আমি বললাম আচ্ছা দেখব তুই এখন যা। ছেলেটি চলে গেল আর বাচ্চা কুকুরটাও আমার গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবছি, আমরা অনেক মানুষই আছি শুধু এটা দাও, ওটা দাও, এটা হলে ভালো হতো, এটা করতে পারলে আরো ভালো হতো, এইসব চিন্তাতেই বিভোর। আর এই বারুদের মত কত অসহায় শিশু আছে যাদের অনেক কিছুই নেই অথচ নিষ্পাপ মুখের হাসিটা রয়ে গেছে।। তারাপীঠের মহাশ্মশানে বসে ওইদিন কেমন যেন মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করলাম, না মা আর তোমার কাছে কিছু চাইবো না, যা দেবার তুমি দেবে। শুধু সকলের জন্য অনাবিল শান্তি চাইবো। এইসব যখন ভাবছি হঠাৎই দেখি বারুদ ওরই মতন একজন সঙ্গীকে নিয়ে আবার ছুটে ছুটে আমার কাছে উপস্থিত।। আমি বললাম, কি হলো রে, এটা আবার কে? ওরই মতন অবিকল দেখতে একই বয়সের আরেকটি ছেলে এসে উপস্থিত। বারুদ বলল, ওর নাম রবি চৌধুরী আমার পাড়াতেই থাকে। ওর হাল আমার থেকেও খারাপ। আমি বললাম কেন? বারুদ মিষ্টি হেসে বলল, ও ১৫০ টাকাও এখনো ভিক্ষে করতে পারেনি। হঠাৎ ওই রবি চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাকু তুমি কি করো? আমি বললাম, ওই লেখা লিখি, মানে সাংবাদিকতা বুঝলি। রুবি চোখ দুটো গোল গোল করে বলল, তুমি সাংবাদিক। তাহলে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? আমি বললাম কি প্রশ্ন? রবি বলল, আচ্ছা বলতো বিষ্টি কবে হবে? আমি ভ্যাব্যাচ্যাকা খেয়ে বললাম, বৃষ্টি তা সেটা আমি কি করে বলবো। ও তাচ্ছিল্যের হাসি এসে বলল তুমি সাংবাদিক আর বিষ্টি কবে বলতে পারছ না। আমি বললাম, তো বৃষ্টি হতে এখনো তো তোর তিন মাস বাকি আছে বোধহয়। ছেলেটি বেশ খুশি খুশি হয়ে বলল, তাহলে ঠিক আছে, এখনো তো তিন মাস বাকি বলো কাকু। আমি বললাম তা হঠাৎ ৩ মাস বাকি বৃষ্টি বলে খুশি কেন? সে বলল আসলে বর্ষাকাল এলেই ঘরে থাকতে পারি না, জল পড়ে। ওই পলিথিন টলিথিন নিয়ে কোনো রকমে থাকতে হয়। সেই জন্য আর কি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম। ওর কথা শুনে আবার মনটা ক্রমশ ভারাক্রান্ত হতে শুরু করল। আমি বললাম, ঠিক আছে ঠিক আছে শোন তোরা এখন যে কাজ করছিস সেটা কর আমি পরের বার এসে আবার তোদের সঙ্গে দেখা করব। ছেলে দুটো তারাপীঠের শ্মশানের আলো আঁধারের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল। আর আমি একা বসে বসে ভাবতে লাগলাম, এরকম আমাদের দেশের কত বারুদ জ্বলে উঠতে পারেনি, গত রবি তার কিরণ ছটাতে পারেনি অকালেই অস্তাচলে চলে গেছে।

বিশ্বনাট্য দিবসের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ মার্চ বিশ্ব নাট্যদিবস। ইস্ট কলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশন(ইকো) গত ১৯ বছর ধরে এই দিনটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপন করে থাকে। গত ২৭ মার্চ ইকোর তরফে অনুষ্ঠানটি হয় শ্রীভূমির মানিক্য মঞ্চে। সুরজিৎ আচার্য মিত্রের উদ্বোধন সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা।

স্বাগত ভাষণ দেন নির্মল শিকদার। দিনটি তাৎপর্য শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন ধনঞ্জয় আঢ্য। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রাহুল সেনগুপ্তকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই দিনের সবচেয়ে স্মরণীয় অনুষ্ঠানটি ছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণযুগের গান। সুরজিৎ আচার্য মিত্রের পরিচালনায় 'ইকো'র সদস্য সদস্যারা অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করলেন গানগুলি। গানের চয়ন ও সামগ্রিক তত্ত্ব সহায়তায় ছিলেন অভিনেতা ও শিক্ষাবিদ ড. শঙ্কর ঘোষ। একক নাটক 'তবু আজ বসন্ত' এবং শ্রুতি নাটক 'জায়গা বদল' দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা ও নির্মাণে ছিলেন ধনঞ্জয় আঢ্য। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন মধুমিতা মোদক।

প্রাক্তনীর বঙ্কিম স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : ৮ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী তাদের এপ্রিল মাসের অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতার বাসভবনে (৫ প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা ১২)। ওই দিনটিতেই প্রয়াত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাসভবনটি এখন রূপান্তরিত হয়েছে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার রূপে। প্রাক্তনী ও গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান দিবসে লেখককে স্মরণ করা হল বক্তব্যের মাধ্যমে, কথিকায়, গানে, নির্বাচিত অংশ পাঠের মধ্যদিয়ে। এতে অংশ নিয়েছিলেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়,অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, শর্মিষ্ঠা সিনহা, যীশু দাস, অভিনব গুপ্ত ,প্রবীর বসু, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস, সুজাতা পান্হী সরকার প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সংস্থার সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের নাট্যরূপ থেকে তিনি গান শোনালেন, দীর্ঘদিন স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের সময় গানগুলো তিনি গাইতেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন গ্রন্থাগারের সভাপতি ভাস্কর ঘোষ।

সৃজনী ভারত সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ এপ্রিল যোধপুর পার্কে শহিদ সূর্য সেন ভবনে অনুষ্ঠিত সৃজনী ভারত সাহিত্য উৎসবে প্রকাশিত হল বিস্মৃত বিপ্লবী শহীদ অনুরূপচন্দ্র সেন বইটি। সঙ্গে প্রকাশ পেল উৎসব সংখ্যা। উদ্বোধক হিসাবে ছিলেন নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। প্রধান অতিথি ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সৃজনী ভারত সাহিত্য পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড.সঞ্জয় ঢালী, সাগর চট্টোপাধ্যায়, অমর নস্কর, আনসার উল হক, ড.সত্যবতী গিরি। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুমিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তন্দ্রা আচার্য্য। সভাপতিত্ব করেন সৃজনী ভারত সাহিত্য পত্রিকার অভিভাবক ও গুরুদেব ড. তড়িৎ কুমার দত্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন অর্ঘ্য চ্যাটার্জী। শহীদ অনুরূপ চন্দ্র সেনকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক অজয় সেন। সৃজনী ভারত পত্রিকার সম্পাদক অভিজিৎ বেরা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে 'দলিত চেতনা' অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাহিত্য অ্যাকাডেমি আয়োজিত 'দলিত চেতনা' অনুষ্ঠানে ৬ জন বিশিষ্ট লেখক তাঁদের লেখা কবিতা ও গল্প পাঠ করেন। মহেন্দ্র সিং বেনিওয়াল, মমতা জয়ন্ত, নামদেব এবং নীলম কবিতা আবৃত্তি করেন।

ছোট গল্প পাঠ করেন পূরণ সিং এবং টেকচাঁদ। বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তারা ডঃ আম্বেদকরের শিক্ষা ও ভাবনার কথা তুলে ধরেন। প্রথমে ৫টি কবিতা আবৃত্তি করেন মমতা জয়ন্ত। এরপর একে একে অন্যরাও তাঁদের কবিতা আবৃত্তি করেন। টেকচাঁদ তাঁর গল্পে অত্যন্ত সহজ ভাষায় দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি অবহেলার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সম্পাদক অনুপম তিওয়ারি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন লেখক, সাংবাদিক এবং ছাত্রছাত্রী।

বাঁকুড়ায় বিশ্ব শিল্পকলা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : ১৫ এপ্রিল বিশ্ব শিল্পকলা দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠান হল বাঁকুড়ায় রামকিঙ্কর স্মৃতি বিজড়িত বঙ্গ বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে বাঁকুড়ার ৬ জন বরিষ্ঠ শিল্পীকে সম্বর্ধনা ও আর্ট সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে শেষ হয় প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান। শিল্পীদের আর্ট ওয়ার্কশপ সহ সমাজের বিশিষ্ট মানুষেরা প্রত্যেকেই ছবি আঁকেন। শিশু কিশোর কিশোরীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ধ্রুপদী ও ফিউশন নৃত্য সহ সংগীত, একাঙ্ক নাটক ও লায়ন্স ক্লাব অফ বাঁকুড়ার তরফ থেকে ছিল ফ্রি মেডিক্যাল চেক আপ ক্যাম্প। বাঁকুড়া তথা বাংলার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীমহাদেব বলেন, সমাজের প্রত্যেকের কাছে শিল্পকে পৌঁছে দেওয়াই এই বিশ্ব শিল্পকলা দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য, আমরা এক্ষেত্রে প্রত্যেকবারের মতো সফল। অনুষ্ঠানে প্রায় চারশোর বেশি বিশিষ্ট লোকের জনসমাগম আমাদের উৎসাহিত করেছে, তাঁরা ছবি এঁকেছেন এবং নববর্ষের আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এটা বাঁকুড়ার সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

রজত জয়ন্তী উৎযাপন

হীরালাল চন্দ্র : ৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় পাইকপাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে দমদম গীতা দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন গৌড় বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্ত উপাচার্য ড. গোপাল মিশ্র। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রপুরের মহারাজ স্বামী হররুপানন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রখ্যাত বংশীবাদক ও সম্পাদক অশোক কর্মকার। সঞ্চালনা করেন স্কুলের শিক্ষিকা মৌসুমী কর্মকার। আয়োজনে ছিলেন শিখা সরকার।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন নন্দিতা ব্যান্যার্জী ও তাঁর ছাত্রীবৃন্দ। তবলায় ছীলেন মনোজ পাণ্ডে। সমবেত আবৃতি পাঠ করেন গৌতম চ্যাটার্জী ও তাঁর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। নৃত্যে ছিলেন সুঞ্চাতা দাস ও সম্প্রদায়। এছাড়াও পুরস্কার প্রদান করে হয়। শেষে অনুষ্ঠিত হয় একটি একাঙ্ক নাটক।

গ্রীষ্মের দাবদাহে পিকনিক

বাংলার নববর্ষে মাটির হাঁড়ি কড়াইয়ে রান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের হরিহরপুর গ্রামে বাবা মহাদেবের গাজনকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা এবং বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিনকে কেন্দ্র করে মাটির হাড়ি কড়াইয়ে রান্না করে পিকনিকে মেতেছে বাঙালিরা।

আমরা দেখে থাকি শীতকালের মরসুমে বিভিন্ন পিকনিক স্পটে পিকনিক করেন সাধারণ মানুষ। তবে বাঁকুড়ার এই হরিহরপুর গ্রামে বছরের প্রথম দিনে ঐতিহ্য মেনে গ্রীষ্মের দাবদাহে পিকনিকে মেতে উঠে বাঙালিরা। গ্রামের মাঠে–ঘাটে ও গাছ তলায় জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আসা পরিবার ও বন্ধু–বান্ধবরা এই হরিহরপুরে বাবা মহাদেবের মন্দিরে পূজো দিয়ে তারা গ্রামেই কুমোর পাড়া থেকে মাটির বাসনপত্র কিনে এবং রান্নার বিভিন্ন সরঞ্জাম ও উপকরণ মেলা প্রাঙ্গণ থেকে কিনে রান্নাবান্না করে খাওয়া দাওয়া করে। কথিত আছে প্রায় ৮০০ বছর আগে ওই মন্দির চত্বরে গ্রামের এক ব্যক্তি দেখেন যে প্রায় দিন একটি গাই গরু ঝোপের মধ্যে দিয়ে যায়, একদিন তার পিছন পিছন গিয়ে সেই ব্যক্তি দেখেন একটি শিবলিঙ্গ এবং সেই শিবলিঙ্গে দুধ দিচ্ছে সেই গরুটি। এই খবর পেয়ে শোরগোল পড়ে যায় গ্রামে এবং গ্রাম থেকে নির্মিত করা হয় বাবা মহাদেবের মন্দির। তারপর থেকেই এই গাজন ও মেলা।

১৬ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে '১৩ তম বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মান' দেওয়া হল প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথকে। এই সম্মান তুলে দেন ইন্ডিয়ান কালচারাল সোসাইটির প্রধান তথা সন্ধ্যা প্রকাশনের কর্ণধার বিশিষ্ট সাংবাদিক শংকর দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা অভিনেতা সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ।

ভাষা পরিষদ প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হল ও পি শাহ সম্পাদিত 'পারস্য অফ পিস্ (ইমপ্রভিং ইন্দো। পাক রিলেশন)। ছিলেন প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার নীলাদ্রি শেখার মুখার্জি, সৌভিক মুখার্জি, সমাজকর্মী আব্দুল আজিজ, প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার ও আহ্বায়ক প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা সহ বিশিষ্ট জনেরা। ছবি : অরুণ লোধ

পুস্তক সমালোচনা

একাকী মন নীরব ভাষায় লেখে

বিধান সাহা

পঁচিশটি কবিতা নিয়ে রণবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঘর যে আমার আকাশতলায়। গ্রন্থের পূর্বাভাস রচনা করেছেন ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য। অল্পকথাতে তিনি কবির কাব্য বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, তাঁর কবিতায় জীবন ও কবিতা সমার্থক হয়ে উঠেছে। কবি রণবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার কথা' অংশে নিজের কবিতা লেখার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তিনি সহজ সুরেই বলেছেন, কবিতা লেখা ও আবৃত্তি আমার আশৈশব ভালোবাসার। জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পর্যবেক্ষণ, নিজের অভিজ্ঞতা, নিজস্ব ভাবনা, কল্পনা এগুলোই আমার কবিতায় আসে ও এসেছে।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা নিজেকে খুঁজে পাই। চারটি স্তবকে সাজানো একুশ পংক্তির কবিতা। নদী, পাহাড়, বন কবিতায় একাকার। তারই মাঝে নিজেকে খুঁজেছেন কবি। স্পষ্ট করেই বলেছেন, নিজেকে খুঁজে পাই/ রাতে ভেসে আসা মহুয়ার গন্ধে,/ আর মাদলের মাতাল শব্দে।

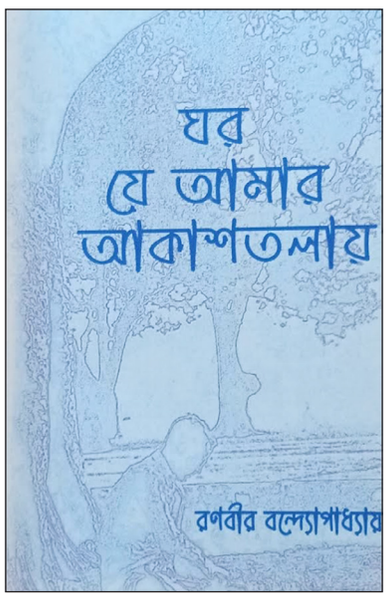

গ্রন্থের নাম কবিতাটি তেতাল্লিশ পংক্তিতে বিন্যস্ত। পাঁচটি স্তবকের কবিতাটিতেও আকাশ,বন, নদীর কথা আছে। কবির বাউল সত্তার কাছে গাঁয়ের ছেলের দলের প্রশ্ন ভেসে আসে। কবি উত্তরে জানায় যে আকাশ তলায় তাঁর দেশ আর সেই দেশে তৃষ্ণা নদী আছে। কবিতার শেষ পর্বে কবি বলেছেন, ঘর যে আমার আকাশতলায়/ তৃষ্ণা নদীর ধারে।

মেঘ ভেসে যায় চিঠি নিয়ে!!, নতুন নাম, কবিতার অপেক্ষায়, জীবন খুঁজে পাই কবিতায়, শুধু কল্পনায়, হলুদ চিঠি– কবিতাগুলি সহজেই মন ছুঁয়ে যায়।

পঁচিশটি কবিতার মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য। তবু কবিতাগুলির মধ্যে সমসূত্র হলো অনুসন্ধানের সুর। কবিতা খুঁজেছেন কবি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে সেই অনুসন্ধান করেছেন। সহজ সরল শব্দ চয়নে তৈরি করেছেন কবিতার অবয়ব। বিষয় ভাবনায় যা সহজেই পাঠক মনকে বিচলিত করে, ভাবায়। এখানেই কবির কবিতা লেখার সার্থকতা।

কবিকৃত প্রচ্ছদ ভাবনাকে অলংকরণ করেছেন মনোজুল ইসলাম। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

ঘর যে আমার আকাশতলায়– রণবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক– নীরব আলো প্রকাশন, কালিপুর, নানুর, বীরভূম –৭৩১৩০২, মূল্য– ১০০ টাকা মাত্র।

কবিতা

হয়তো কাল
অর্চনা ঘোষ

আজ যা মহার্ঘ্য ভেবে হাতে তুলে নিয়েছ
কাল হয়তো এ ধারণায় সন্দেহ ফুটে উঠতে পারে
তোমার ভালো লাগা যখন ভালোবাসা হয়ে উঠল
সেও যদি কোনদিন আর সৎ থাকতে না পারে
এসব খুঁচিয়ে দেখে নিয়ে তবেই রঙিন হওয়া
সমুদ্রের এত এত ঢেউ নিজের মধ্যে নিয়ে
যদি মনে হয় আর কোন পথ নয়
শুধুই মোহনামুখী
আমি কি অসুখী হওয়ার মত যথার্থ মনে হবে তোমার
জানি, তুমি একে অন্য নামেও ভাবতে পারো।
প্রেমের আভিধানে তেমনই শোনা, অভিমান
সেই বারবেলা ধুয়ে দিতে কোন শ্রাবণকে
ভুলেও ডেকোনা যেন
বুঝি এসবই জোর করে রোদ্দুরে ঢাকার ছল
যে সেতু ভঙ্গুর জেনেও পা রেখেছিলে
তাতে ভরসা ছিল না, ছিল কৌতুক
গোলাপের কাঁটায় রক্তাক্ত না হলেও
তা দিয়ে অনেকেই ফুলদানি সাজায় না।
(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

বৈরাগ্য
সুবিমল জানা

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বেঁচে আছি
যে কদিন এভাবে এভাবে দূর থেকে তবু কেউ
হাতছানি দেয়, কোনও ঊষর পথে
পড়ে থাকে আমার কাঙাল
বাতাস আরো ঘন হয়, ভেঙে দিতে চায়
এই অসহনীয় বেকারত্বের দোমড়ানো কূল
কূলে তো ওই একটাই সোনাঝুরি
কি ভাবে দেখো আঠারোর লাবণ্য চুরি করে
সেজে উঠেছে, ঈর্ষায় বুক ভেঙে যায়
এমন রাজত্বে আর কত দিন বৈরাগ্য থাকে
একদিন খুব গোপনে গতি–কেও একই কথা বলেছি
সোনায় মুড়িয়ে দেবো তোকে
দশ বছর কাটলো এতটুকুও সময় হয়নি তার
মুখোমুখি দাঁড়াতে ।
(অচিন্ত্যনগর, রায়দিঘী, দঃ২৪পরগণা)

অভিন্ন
মালতী প্রামাণিক

যে বাড়িটা আজ নেই
যে বাড়িটা আগে ছিল, বেশ কিছুকাল –
আদর্শ হয়ে আছে, জ্ঞানও অনেকরকম
গাঁদা গোলাপ যেমন যে যার মতন
কান শোনে মন ধরে
এই পথটি বলে সুপণ্ডিতে,
নিজেকে খাতিরে রাখা ভালো,
এ বিশ্বাসের পতাকা দণ্ড ধরে চলো
নির্বোধের অহংকার একটা নেশা
কুলকিনারাহীন সাগরে ভাসা
তামসিক 'আমি' টা চিরকাল ঘর করছে
অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বর, বসুধৈব কুটুম্বকম,
পৃথিবীর নিজস্ব খেলা আছে
সেই নাটমন্দিরে যেথায় পুঁজি আগলে বসে আছে
দূর–পাল্লার ট্রেনে ভ্রমণের সময়
দেখা গেছে পুঁটলি নানা রকম –
ডিবে থেকে খাবার, পুঁটলী থেকে পোষাক
ট্রেন কিন্তু একটাই সবার।
(দঃ সুরেন্দ্রগঞ্জ, দাসপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পঃ)

প্রতিবিম্ব
অরুণ কুমার মান্না

মৃত্যুকে সঙ্গী করে হাঁটা শুরু জন্ম থেকে
ব্যক্তিগত কারণেই
কিছু পৃষ্ঠা সাদা রেখে
হল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা!
ভগবান মৃদু বকলেন,
মৃত্যুতে শান্তি পেতে ফাঁক রাখা চলবে না।
আমি ছত্রে ছত্রে আরও মৃত্যু লিখলাম।
ভগবান ধমকালেন, তোর জন্ম বৃথা!
আমি মৃত্যুর প্রতিবিম্ব ছাড়া
কিছু দেখতে পাইনি।
(বিনগ্রাম, হুগলী)

বিকৃত মুখ
ভীম ঘোষ

সেই মুখ দেখছি না আজ তো লড়াইয়ে
লুকিয়ে রাখছো নিজেকে।
সামনে টাঙিয়ে রাখছো পুড়ে যাওয়া শাড়ি
অধিকতম স্বপ্নে ভেসে যাচ্ছো নীল সরোবরে,
এই সরোবরে কোন ডিঙি চলে না।
ব্যর্থ সময়টুকু হারিয়ে ফিরছো।
আগুন ভাঙছো আগুনের সুড়ঙ্গ পথে,
সব কিছুতে ভাবনা খুঁজছো –
বিপরীতে তাকিয়ে দেখি,
বিকৃত তোমার মুখ ।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

আর কত
রুনু পাল

আর কত ! আর কত !
পৌরাণিক রাক্ষসও হার মেনে যায়
তোমার ঘৃণ্য বর্বরতায়
জঘন্য হতে জঘন্যতম মানুষের সংস্পর্শে
অমানুষ আজ সব দিকে দিকে
বীরপদ ভরে ঘুরছে ফিরছে
করে মানস বাসনা তৃপ্ত ।
তোমরা কি তবে চোখে বেঁধে ঠুলি
অকারণ কাজে আকুলি বিকুলি
অপ্রয়োজনে যেথায় সেথায়
ফুর্তি করিতে ব্যস্ত!

পায়ের তলার মাটি টলমল
এখনো কি তবে ঘুমে ঢলঢল!
তুমি হবে ঢাল, পিছনে চলবে তরবারি
ভাবার পাবে না সময়, দুয়ারে দুঃসময়!
(উত্তর রামকৃষ্ণপুর, আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

বিপদ
শার্হ–উল ইসলাম

ওগো বিপদ কোথা যাও ভাই
আমার কাছে এস
আমার বুকে নাও ঠাঁই
তুমি থাকলে এ বুকে
আমি চিনতে পারব পৃথিবীকে
চিনতে পারব কে আপন কে পর ।
তোমার স্পর্শে দিব্য–চক্ষু পাবো
চিনে নেব বন্ধু কে
চিনে নেব চলার পথ, কর্মে হব সজাগ,
গাইব যথা ধর্ম তথা জয় ॥
(বাংলা, কামারপোল, দঃ২৪ পরগণা)

নেতাজী সুভাষ
সুব্রত সুন্দর জানা

অভিমানে সুভাষ তুমি আর থেকো না দূরে
ভারত মায়ের বুকের মাঝে এবার এসো ফিরে ।
স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে পণ করেছো প্রাণ
আমরা সবাই ব্যর্থ হলাম রাখতে তোমার মান ।
ভারত পেল স্বাধীনতা অনেক বলিদানে,
তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে কে বলো তা জানে ।
সাতাত্তরটি বছর গেল স্বাধীনতার পরে ...
এখনো তো হায়নার দল অন্ধকারে ঘোরে।
নিরাপত্তা হীনতায় কত মানুষ ভোগে,
কত মানুষ আতঙ্কেতে রাত্রি থাকে জেগে।
নেতা আছে ভুরি ভুরি আসল নেতা কই!
জনদরদী তেমন নেতার আপেক্ষাতেই রই।
একশ পঁচিশ জন্মবর্ষে আমরা তোমায় বলি ...
আর একবার ভারতবর্ষে দাও গো পদধূলি।
তোমার আসন শূন্য আজো সবার মনের মাঝে
নেতাজী হয়ে থাকবে তুমি মহান তোমার কাজে ।
(গণেশনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

উচাটন
দত্তা রায়

মাঝে মাঝে সব ভালো লাগে,
হৃদয় দুয়ারে দোলা লাগে
দক্ষিণা বাতাস পানসি বায়
মৌমাছিরা হেলতে দুলতে
চকোর মকোর মধু খায়।
নাম না জানা ফুলের গন্ধ
সুবাস ওড়ায় সারা বেলা।
নদীর ঢেউয়ে ছলাৎ ছলাৎ
কী জানি আজ কার কথা ভেবে
মন হয়েছে উচাটন॥
(গঙ্গারামপুর, দঃ আলিপুর, দঃ২৪ পঃ)

কবিতা
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

কলমের মুখে ভিড় করে শব্দরা
দৃষ্টির বৃত্তে বা অদেখার মোহে
ছান্দিক রূপ দেয় সে কবিতাকে
সময় পেরিয়ে যায়, জানলায় বসে ঠায়
বর্ষা বসন্ত পার করে কবিতার প্রেমে, নিরুচ্চারে ।
সে কবির দু–চোখের নীলে
একটি মেয়ের অকস্মাৎ দেখা
জগৎ আর নীলিমার খুশি দিল মেলে
আপনার সৃষ্টিতে যা ছিল বিস্ময়
অন্যের দৃষ্টির যাদুতে হলো বাঙ্ময় ।
(টালা পার্ক, কলকাতা)

হিম মাখা চাঁদ
অচিন্ত্য ভট্টাচার্য

শীতের হাওয়ায় শীতল হয় না বুক
কুয়াশা চাদরে ঢাকে না দিনের মুখ
সূর্য হঠাৎ উঁকি দিয়ে ফিরে চায়
রাত জাগে চাঁদ সকরুণ জোছনায়
জীবনের তার ক্ষণে ক্ষণে কেটে যায়
স্বপ্ন–যাত্রা দ্বিধা ভরে থমকায়
প্রতিকূল বায়ু উত্তাল–উদ্ধত
বুকে দগদগে বিরহ–মেদুর ক্ষত।
দিনের কষ্ট রাতের তিমিরে মেশে
তারায় তারায় কথা কয় ভালোবেসে
গলে গলে পড়ে হিমেল মধুর আলো
ঝরঝর ঝরে কুয়াশায় লীন কালো
ভালোবাসাময় জীবননদীর জলে
হিম মাখা চাঁদে কত মায়া উচ্ছলে!
(কল–৪১)

শূন্যগর্ভ
মৌনী মণ্ডল

একদিন লোহার গেট, কিছুটা রাস্তা পেরোনো
তিনটে বাড়িতে যাবো
জানতে চাইো, আত্মীয়দের মালিকানায়
তারা কেমন আছে
মাইক্রোবায়োলজির পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি
পৃথিবীর বাড়িগুলোর ভেতরে
আমার শূন্যগর্ভে প্রবেশ করবো ।
(শ্রীকলোনী, কলকাতা)

চির পাওয়া
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাতাসের অবাক করা ইশারায়
চেয়ে থাকিপূর্ব দিগন্তের পানে
ওখানে তার সন্ধান মেলে না–
নবীন ঊষার হাতছানিতে ফিরে তাকাই
চির নিথর পাহাড়ের চূড়ায়–
সে তো নির্বাক–স্থবির, কথা বলে না!
মনের মণিকোঠায় লাখো জিজ্ঞাসা
মাথা খুঁড়ে মরে।
আকাশের সীমাহীন নীল কানে কানে বলে
বন্ধু ! আমি উত্তর পেয়েছি ।
(লাভপুর, বীরভূম)

স্বপ্ন জালে
মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

রত্নভাণ্ডারের সন্ধান জানে না রতন
বলিষ্ঠ বাহু দুটিই তার সম্বল
পিতা–পুত্রের শক্তির সমষ্টিতেই
স্বচ্ছল সংসারের আয় ব্যয়
ভাই বোনেরা যথেষ্ট শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত
ভাল চাকুরে নিজের নিজের ফ্ল্যাট কিনে
আসবাবপূর্ণ সংসারে উত্তীর্ণ
বোনেরাও সংসার জীবনে সফল ..
যৌথ পরিবারের হাল বাইতে বাইতে
বলিষ্ঠ বাহুর শক্ত পেশীতে কখন রক্ত
জমাট বেঁধেছে জানতেও পারে নি
নিত্য খরচেও টানাটানি, সে এখন উপহাসের পাত্র
পৈত্রিকবসত বাটিতেই জীবনযাপনে
মাটির ঘরটায় ফাটলের ফাঁকে
একটা বাসযোগ্য বাড়ির স্বপ্ন আঁকা ॥
(মায়াপুর, বজবজ, দঃ২৪ পরগণা)

চিরন্তন
অরবিন্দ দাস

সময়ের সাথে ভাবনা বদলায়, শিশু সম্মুখে উপস্থাপিত হলে
একগোছা টাকা আর একটি মাত্র খেলনা–
খেলনায় স্থান পাবে তার চেতনায়
শৈশবোত্তীর্ণ যুবক যখন সংসার পাতবে
মন থেকে উধাও সেই খেলনা
তার চাহিদা পূরণে টাকার গোছাই তখন মন জুড়ে
যৌবনোত্তীর্ণ বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্য চেতনায় অর্থ হয় অনর্থ, বিষয় হয় বিষ।
শেষদিনে কেউ থাকেনা সঙ্গে, থাকে পিতামাতার দেওয়া নাম
থেকে যায় সুখে দুখে অন্তরে বাহিরে আমৃত্যু সেইস্রষ্টা সুজন।
(রাজারামপুর, শীতলাতলা, দঃ২৪ পরগণা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

আতশ কাচে

আইসিসিতে সৌরভ

আইসিসির পুরুষ ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ফের নিযুক্ত করা হল প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি এবং ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলিকে। ভারতীয় দলে তাঁর একসময়ের সতীর্থ ভি. ভি. এস. লক্ষ্মণকেও পুনরায় কমিটির সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ভারতের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে থাকা সৌরভ ২০১৯ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের ৩৫তম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

খেতাব বীর সিংহের

ঈয়শ বীর সিংহ পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো বিভাগে ইন্ডিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিক্স ২০২৫ খেতাব জিতেছেন। চেন্নাইতে এশিয়ান গেমস রূপো জয়ী কিশোর জেনাকে স্বল্প ব্যাবধানে পরাজিত করেন তিনি। উল্লেখ্য, তাঁরা দুজনেই এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার জন্য আগেই নির্বাচিত হয়েছেন।

শ্রেয়স সেরা

ভারতীয় ক্রিকেটার শ্রেয়শ আইয়ারকে পুরুষ বিভাগে আইসিসি প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ এ দুরন্ত ব্যাটিং এর জন্য এই সম্মান পাচ্ছেন তিনি। টুর্নামেন্টে সর্বমোট ২৪৩ রান করে দেশবাসীর তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তিনি।

কার্লসেন চ্যাম্পিয়ন

বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফ্রি স্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফাইনালে কার্লসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিকারু নাকামুরাকে ১.৫ –০.৫ ব্যবধানে পরাজিত করেন।

আয়ুশ এলেন

ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের পরিবর্ত বেছে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। নেওয়া হল মুম্বইয়ের ১৭ বছরের ক্রিকেটার আয়ুশ মাত্রেকে। কনুইয়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক। যার ফলে নেতৃত্ব ফিরে পান মহেন্দ্র সিং ধোনি।

বাংলাদেশ সফর

ভারতীয় ক্রিকেট দল আগষ্ট মাসে তিন ম্যাচের একদিনের ও তিন ম্যাচের টি –২০ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফর করবে। মিরপুর ও চট্টগ্রাম এই দুই শহরে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। একদিনের সিরিজ শুরু হবে ১৭ আগস্ট, দ্বিতীয় ম্যাচ হবে ২০ আগষ্ট, শেষ ম্যাচ ২৩ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দুটি ম্যাচ মীরপুর ও শেষ ম্যাচ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে। টি –২০ সিরিজ শুরু হবে ২৬ আগষ্ট। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৯ আগষ্ট ও শেষ ম্যাচ ৩১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ম্যাচ চট্টগ্রামে ও শেষ দুটি ম্যাচ মীরপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রবীণতম ক্রিকেটার

চেন্নাই সুপার কিংসের মহেন্দ্র সিং ধোনি আইপিএলে প্রবীণতম ক্রিকেটার হিসেবে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন। চেন্নাইতে লখনউ সুপারজায়ান্টস এর বিরুদ্ধে ১১ বলে ২৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন ধোনি। ৪৩ বছর ২৮০ দিনে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এর আগে ২০১৪ সালের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ৪২ বছর ২০৮ দিন বয়সী প্রবীণ তাম্বে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন। অধিনায়ক হিসেবে ১৬ তম ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতলেন ধোনি। ২০১৯ সালে দিল্লি ক্যাপিটালস এর বিরুদ্ধে শেষবার তিনি ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতলেন।

ছেলেদের ব্যর্থতার মাঝে মেয়েরাই জ্বালল মশাল, ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছেলেদের আই লিগে কখনও মশাল জ্বলেনি ইস্টবেঙ্গলে। অবশেষে জ্বলল। মেয়েদের হাত ধরে লাল হলুদ তাঁবুতে এল ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ। মেয়েদের দৌলতেই ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল। কল্যাণী স্টেডিয়ামে সৌম্যা গুগুলোথের জয়সূচক গোলে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ওড়িশা এফসিকে ১–০ ব্যবধানে হারিয়ে নিজেদের প্রথম ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ (আইডব্লিউএল) ট্রফি জয় করল ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচে ৬৯ মিনিট পর্যন্ত কোনও দলই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত গোলের মুখ খোলেন ইস্টবেঙ্গলের সৌম্যা গুগুলোথ। এর আগে ২০২২ সালেও গোকুলম কেরলের হয়েও আই লিগ জিতেছিলেন সৌম্যা ।

জয়ের পরে মাঠেই আনন্দে ভেসে যায় লাল হলুদের মেয়েরা। মেয়েদের হাত ধরে

প্রথমবার এবং প্রায় দু'দশক পর জাতীয় লিগ খেতাব ঘরে তোলার পাশাপাশি এএফসি কাপের প্লে অফে যোগ্যতা অর্জন করল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল, যা নিঃসন্দেহে লাল হলুদ ক্লাবে ঐতিহাসিক ঘটনা। এবার বাংলা থেকে দুটি দল উমেন্স লিগ খেলার সুযোগ পেয়েছিল। একটি ইস্টবেঙ্গল, অন্যটি শ্রীভূমি। সেখানে বাংলার নাম উজ্জ্বল করল লাল হলুদ। ৩বার অংশ নিয়ে এই প্রথমবার এই ট্রফি জিতল ইস্টবেঙ্গল। মোট ১২ ম্যাচের মধ্যে ১০টিতে জয় এবং একটি ড্র, একটি হার। রেকর্ড গড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাঁরা। ২১ বছর পর ঘরোয়া লিগ জিতল ইস্টবেঙ্গল। শেষ বার ২০০৩–০৪ মরসুমে জাতীয় লিগ জিতেছিল পুরুষ দল। লাল–হলুদের ছেলের সাম্প্রতিক সাফল্য বলতে ২০২৪ সালের সুপার কাপ জয়। সেটা জিতেই এশিয়ায় খেলতে গেছিল তাঁরা। মহিলাদের এই জয়ে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, এটা বলার ব্যাখ্যা রাখে না। এটা আমাদের আমজনতা, কোটি কোটি সমর্থকদের হাসি নতুন বছরের আগে তুলে দিল। আমি সর্বপ্রথম কোচ থেকে শুরু করে খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানাই। ওদের যারা সাপোর্ট করেছে সেই সাপোর্টিং স্টাফদের ধন্যবাদ জানাই।

নির্বাচনী বৈতরণী পেরোতে মিঃ গোয়েঙ্কাকে নিয়েই টানাটানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ছবিতে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্লাস দেবাশিস দত্ত। অন্য ছবিতে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্লাস সৃঞ্জয় বোস। মোহনবাগান আইএসএল কাপ জিতেছে ঠিকই, কিন্তু মোহনবাগানে জিতবে কে সেটাই বড় প্রশ্ন। মোহনবাগানের শাসক দলে যেই আসুক, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা যে স্পনসর হিসেবে থাকবেন তা নিশ্চিত। কারণ, বাংলার এই শিল্পপতির মতো খেলায় ডেডিকেশন পাওয়া মুশকিল। গত ৩ বছর ধরে যে দল সাজাচ্ছে তাঁর ম্যানেজমেন্ট, যে দল খেলছে তাতে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে গেছে মোহনবাগান। তৈরি হয়েছে নতুন ইতিহাস। কিন্তু আসন্ন যে ভোট, সেই সঙ্গে কে কতটা সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কাছে যেতে চান তা নিয়েই লড়াই শুরু। যেমন আইএসএল ফাইনালেই দেখা গেছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার একেবারে ছায়াসঙ্গী হয়ে ছিলেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। ম্যাচ জিততেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে মাঠে কাছ ছাড়া করেননি তিনি। এমনকি মোহনবাগানের লিগ শিল্ড জয় বা কাপ জয়ের ছবি নয়, পরিবারের ছবি নয়, স্বয়ং সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে নিজের ছবিই সমাজ মাধ্যমে (হোয়াটসঅ্যাপ) ডিপি করে রেখেছেন দেবাশিস দত্ত। অন্যদিকে, সৃঞ্জয় বোসও এই দৌড়ে পিছিয়ে ছিলেন না। ফাঁক পেতেই খেলোয়াড়দের কাছে নয় সবার আগে ছুটে গেছেন মোহনবাগান এসজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কাছে। সাংবাদিকদের সামনে দরাজ গলায় প্রশংসাও করেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কার। অকপটে স্বীকার করে নেন গোয়েঙ্কা ছাড়া এই জয় সম্ভবই হত না মোহনবাগানের পক্ষে। আসলে, সবকিছুই ভোট অঙ্ক। গোয়েঙ্কাকে পাশে পাওয়ার চেষ্টা। যে চেষ্টার কসুর করছেন না মোহনবাগানের বর্তমান থেকে প্রাক্তন সচিব। এবারের নির্বাচনে দেবাশিস দত্ত বনাম সৃঞ্জয় বোসের লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

সমর্থকদের কথা দিয়ে কথা রাখতে পারায় বার পুজোয় খুশি দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারপুজোয় জমজমাট মোহনবাগান। দ্বিমুকুট জয়ের ট্রফি দেখতে যেন জনতার স্রোত। হকি লিগের ট্রফির পাশাপাশি লিগ শিল্ড– আইএসএল ট্রফির সঙ্গে সেলফি তুলতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি বাগান জুড়ে। চিরাচরিত বারপুজো সেরেই বাংলা বছরের পথচলা শুরু হল মোহনবাগানে। উৎসবের মেজাজ দ্বিগুণ হয়েছে ক্লাব তাঁবুতে আইএসএল কাপ ও লিগ শিল্ডের উপস্থিতিতে। সবুজ–মেরুনের বারপুজোয় উপস্থিত ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রাক্তন ফুটবলার। আবার তরুণ তুর্কি দীপেন্দু বিশ্বাসও ছিলেন মোহনবাগানের নববর্ষের অনুষ্ঠানে। বারপুজোর মধ্যেই মোহনবাগান মাঠে আসেন প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস। সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দেবাশিস দত্তের সঙ্গে। মোহনবাগানের বারপুজোর উৎসবে ক্লাবের সহ–সভাপতি কুণাল ঘোষ, মন্ত্রী অরূপ রায় এলেও, পয়লা বৈশাখে আমন্ত্রণ পেয়েও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মোহনবাগানের বারপুজোতে আসেননি। অরূপের গরহাজির থাকা নিয়ে সচিব দেবাশিস বলেন, 'ওঁর না আসাটা দুঃখজনক। কষ্ট পেয়েছি। এফএসডিএলের (আইএসএলের আয়োজক) ভুল কাজের খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে।' অন্যদিকে, মোহনবাগানের সহ–সভাপতি কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'ক্লাবের তরফে ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলেই শুনেছি। তিনি শুধু রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নন, ক্রীড়াপ্রেমীও। কেন আমন্ত্রিত হয়েও মোহনবাগানের অনুষ্ঠানে এলেন না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত ক্লাবের সাফল্যে বলেন, নতুন শপথ নেওয়ার দিন। যখন লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হই তখন অনেকে বলেছিল শিল্ড কবে আসবে ক্লাবে। বলেছিলাম দুটো ট্রফি জিতে ক্লাবে আনবো। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে বলল কবে আনবে ক্লাবে ট্রফি রবিবার! বললাম সোমবার। কারণ পরেরদিন আমাদের সবথেকে বড়ো দিন বারপুজো। কৃতজ্ঞতা সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কাছে। শুধু ফুটবল না আমরা, হকি চ্যাম্পিয়ন, আইএসএল। মোহনবাগান যে টুর্নামেন্টে খেলছে আর রানার্স হচ্ছে না। হকি লেখা থাকবে ইতিহাসে, প্রথম আস্টোটার্কে খেলে কারা চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেখতে এলেও তবে আইপিএলে খেলা থাকায় আসতে পারেননি মোহনবাগান এসজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। প্রথা মেনে লুচি–আলুরদম–ছোলার ডাল–পান্তুয়া–বোঁদে তো ছিলই। সেইসঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

ইচ্ছে প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০৩১ এশিয়ান কাপ আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এই কথা জানিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন । আসলে সৌদি আরবের আগ্রহের প্রেক্ষিতে বিড প্রত্যাহারের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০৩১ এশিয়ান কাপ আয়োজনের জন্য রেকর্ড সাতটি দেশ তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছিল। এই তালিকায় যুক্ত হল ভারতের নাম।

কাম্বলিকে সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুনীল গাভাসকারের সংস্থা 'চ্যাম্পস' এর তরফে প্রতি মাসে বিনোদ কাম্বলিকে ৩০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এছাড়া চিকিৎসার খরচ বাবদ দেওয়া হবে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা। কাম্বলির স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর অসুস্থতার জন্যই আর বিবাহবিচ্ছেদ নেননি। রয়ে গিয়েছেন কাম্বলির সঙ্গে। গাভাসকার আর্থিক সাহায্য কিছুটা সুরাহা হয়ত হবে কাম্বলির।

ব্যর্থতায় উৎসব অনেকটা ম্লান থাকলেও, চাঁদের হাট ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরম্পরা আর রীতি মেনে বাংলা নববর্ষে ক্লাব পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে বারপুজোর সূচনা হল। ইতিমধ্যেই পরবর্তী মরসুমের অধিনায়ক নাওরেম মহেশ ও সহ অধিনায়ক লালচুংনুঙ্গার নাম ঘোষিত হয়েছে। তারা এবং কোচ অস্কার পুরোহিতের সঙ্গে দলের মঙ্গল কামনায় পুজোতেও বসলেন। পুজোতে তাদের সঙ্গে বসেছিলেন ক্লাবের রিজার্ভ টিমের কোচ বিনো জর্জ, মহিলা টিমের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রিউজ এবং অধিনায়িকা সুইটি দেবী। মূল পুজোর কাজ করেন ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলি। এরপর অস্কার ব্রুজোঁর তত্ত্বাবধানে গিল, মহেশ, আনোয়ার, ক্লেটন সিলভা, দিয়ামান্টাক্সরা সুপার কাপের প্রস্তুতিতে এই প্রথম ইস্টবেঙ্গল মাঠে বেশ কিছুক্ষণ গা ঘামালেন। আইএসএলের ব্যর্থতায় সমথর্কদের আনাগোনা কম থাকলেও, চাঁদের হাটই বসেছিল লাল হলুদে।

অতীতের ফুটবলার, ক্রিকেটাররা হাজির হয়ে অনুষ্ঠানকে অন্যমাত্রা দেয়। ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মিহির বোস, ভাস্কর গাঙ্গুলি, বিকাশ পাঁজি, প্রশান্ত ব্যানার্জি, অলোক মুখার্জি, স্বরূপ দাস, অমিত ভদ্র, অমিতাভ চন্দ্র, আলভিটো ডি কুনহা, ফাল্গুনী দত্ত, অর্ণব মণ্ডল, প্রশান্ত চক্রবর্তী, দীপঙ্কর রায়, মেহতাব হোসেন, সুলে মুসা, সম্বরণ ব্যানার্জি, ইস্টবেঙ্গল কোচ আবদুল মুনায়েমসহ একঝাঁক অতীত তারকা। ছিলেন ক্লাব সভাপতি মুরারী লাল লোহিয়া, সাধারণ সচিব রূপক সাহা সহ ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সকলে। ছিলেন ক্লাবের ফুটবল স্কুল, ক্রিকেট স্কুলের শিক্ষার্থীরা, অনুর্দ্ধ ১৩, অনুর্দ্ধ ১৫, রিজার্ভ টিমের খেলোয়াড় সহ ক্লাবের ক্রিকেট টিম, এথলেটিক্স টিমের খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষকরা। লাল হলুদের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি, অভিষেক ডালমিয়া, বিশ্বরূপ দে।

ভাই ভাই খেলা ও ব্যবসা এখন ভেল ভেল

সুবীর পাল : ক্রীড়া ও বাণিজ্য দুটি পৃথক জগৎ। কিন্তু একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সুগভীরভাবে সম্পর্কিত। ক্রীড়া শুধুমাত্র শারীরিক বা মানসিক সক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য নয় বরং এটি একটি বৈশ্বিক কসরৎ ও একইসঙ্গে বিনোদন শিল্প হিসেবেও পরিগণিত। আর এহেন জনপ্রিয় ক্রীড়া শিল্প খাতে বিপণন বাণিজ্য বিশ্বজুড়ে বড় একটি অর্থনৈতিক প্রপাত গড়ে তুলেছে দুনিয়া জুড়ে। প্রপাত ধারায় তাই ঝরঝর অবিরাম বহিছে স্পন্সরশীপ, টেলিভিশন সম্প্রচার, মিডিয়া অধিকার, টিকিট বিক্রি এবং ভোক্তাদের পণ্য বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সহ প্রযুক্তিগত প্রকৌশলের সুফল লাভের মতো বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীর অবাধ বিভোর স্তুতি।

বর্তমান সময়ে ক্রীড়া ইভেন্ট বলতে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, বাস্কেটবল, অলিম্পিক ইত্যাদি বৃহৎ বাণিজ্যিক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের নামী দামী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তাবড় তাবড় ব্র্যান্ড সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের জন্য ক্রীড়ার সঙ্গে হরিহর আত্মার সম্পর্ক তৈরি করে থাকে।

চরিত্রগত ও আদর্শগত প্ল্যাটফর্মে ক্রীড়া ও বাণিজ্য দুটির আঙ্গিক পরিপূর্ণ ভাবে পৃথক। তবু পিঠোপিঠি অস্তিত্বের তাগিদে এই পৃথক দ্বিতত্ত্ব কখন যে মিলেমিশে হরগৌরীর প্রেমজ সম একমেবাদ্বিতীয়ম তন্ত্রযজ্ঞে পরিণত হয়ে গেল তা অবশ্যই বহুল চর্চিত। আর এই বহুল চর্চিত সরণিতে ঢুকে পড়ল কলকাতার একটি বণিকসভা। বিষয়টিকে আরও একবার আলোচনার উত্তাপে সেঁকে নিতে মহানগরের এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত হয়েছিল এক চাঁদের হাট। কে উপস্থিত ছিল না সেখানে? অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল দলের বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন ও অসি ফুটবলের জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলার দিমিত্রিওস পেট্রাটোস। বর্তমানে দুজনেই মোহনবাগানের খেলোয়াড়। উপস্থিত ছিলেন ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার যথাক্রমে জাহির খান ও নিকোলাস পুরাণ। এছাড়া দেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য ঋষভ পন্থকেও ডায়াসে দেখা যায়। বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক বোরিয়া মজুমদার ও মহানগরের প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি শাশ্বত গোয়েঙ্কা যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন।

বিভিন্নজনের আলোচনায় সামগ্রিকভাবে উঠে এসেছে, বাণিজ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্রীড়ার সম্পর্কের গভীরতার প্রসঙ্গ। তাঁদের মতে, অনেক প্রতিষ্ঠান ক্রীড়া ইভেন্ট, দল বা খেলোয়াড়দের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের ব্র্যান্ড প্রচার তুলে ধরে। এর মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া পণ্য যেমন ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট, স্পোর্টস সু, জার্সি তৈরির প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যারা ক্রীড়া পণ্যের মাধ্যমে ব্যবসায়িক

লাভ অর্জন করে। ক্রীড়া ইভেন্টগুলির মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য বা সেবা প্রচারের সুযোগ পায় এবং ক্রীড়ার মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ এবং জনগণের আগ্রহে জনসংযোগের ব্যাপকতা লাভ হয়। এছাড়া, ক্রীড়া বাণিজ্যের একটি বড় অংশ হচ্ছে টেলিভিশন চ্যানেল এবং ডিজিটাল মিডিয়া। বড় বড় ক্রীড়া টুর্নামেন্ট যেমন ফুটবল বিশ্বকাপ বা আইপিএল, টিভি সম্প্রচার এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার আয় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। অতএব, ক্রীড়া এবং বাণিজ্য একে অপরকে সমর্থন করে এবং এই সম্পর্কটি সমাজ ও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা মনে করেন।

ক্রিকেটার জাহির খান ও নিকোলাস পুরাণ বলেন, আপনি যখন ভালো খেলেন, তখন আপনি শুধু নিজেকে নয়, আপনার সঙ্গী, আপনার দল এবং আপনার স্পনসরদেরও সম্মানিত করেন। যখন আপনার ব্র্যান্ড বড় হয়, তখন সেটা শুধু আপনার জন্য নয়, আপনার পার্টনারদের জন্যও লাভজনক হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই অস্ট্রেলীয় ফুটবলারদের বক্তব্য, একজন পেশাদার খেলোয়াড়ের জন্য, বাণিজ্যিক চুক্তি ও স্পনসরশিপ শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, এটি আপনার কেরিয়ারকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ দেয়। এটা আপনাকে বিশ্বব্যাপী আরো এক্সপোজার এবং সুযোগ প্রদান করে। বিশিষ্ট শিল্পপতি শাশ্বত গোয়েঙ্কার মন্তব্য, আমরা জানি যে, ক্রীড়া ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার মাধ্যমে আমরা শুধু পণ্য বিক্রি করতে পারি না বরং আমরা একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারি। এটা উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি এবং গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। অন্তত ক্রীড়া দুনিয়ার দৌলতে।"

আলোচনার মঞ্চে মধ্যমণি হয়ে বলিষ্ঠভাবে সঞ্চালনার সময়ে বোরিয়া মজুমদার জানান, খেলার জগতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আবার বিপণন বিশ্বের ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। আজকের রূপরেখায় উভয়েই পরস্পরের প্রয়োজনে পারস্পরিক সমঝোতায় হাত মিলিয়েছে শক্তপোক্তভাবে। তাই খেলা ও ব্যবসা যে এখন শুধু ভাই ভাই নয় ভেল ভেল"ও।

মে মাসে শুরু হতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি–টোয়েন্টি লিগ

সোমনাথ পাল : বাংলার ক্রিকেট সংস্থার (CAB) পক্ষ থেকে বেঙ্গল প্রো টি–টোয়েন্টি লিগের দ্বিতীয় মরসুমের দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন। আগামী মাসের ১৬ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি–টোয়েন্টি লিগ। এটি চলবে ২১ জুন পর্যন্ত। মহিলাদের প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৬ মে থেকে , চলবে ৪ জুন এবং ওইদিন থেকেই শুরু হবে পুরুষদের প্রতিযোগিতা এটি চলবে ২১জুন পর্যন্ত। গতবারের মতো এবারেও পুরুষ ও মহিলা দুই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে ৮টি করে দল। দল গুলি হল – লাক্স শ্যাম স্টিল কলকাতা, হারবার ডায়মন্ডস, রাশমি মেদিনীপুর উইজার্ডস, সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স, শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স, অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স, মুর্শিদাবাদ কিংস অ্যান্ড কুইন্স এবং সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা। প্রতিটি দলের পুরুষ ও মহিলাদের দল অংশ নেবে প্রতিযোগিতায়। বাংলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলী জানিয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটে এই টুর্নামেন্ট একটু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে। আশাকরি এবারের এই দ্বিতীয় মরসুমে ক্রিকেটার এবং দর্শকরা বিশ্বমানের অভিজ্ঞাতা অনুভব করবে। এই টুর্নামেন্টের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে আরিভা স্পোর্টস।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

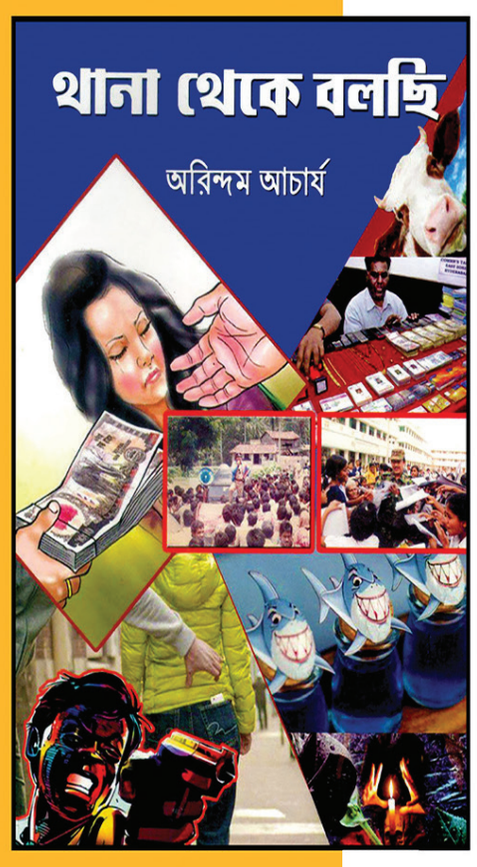

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/– টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com